নখনেলের যাত্রা

গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে দুঃসাহসিক যাত্রা

সব বয়সী মানুষের জীবন পরিবর্তনের এক দুঃসাহসিক অভিযান

লেখক : টম কেলবি

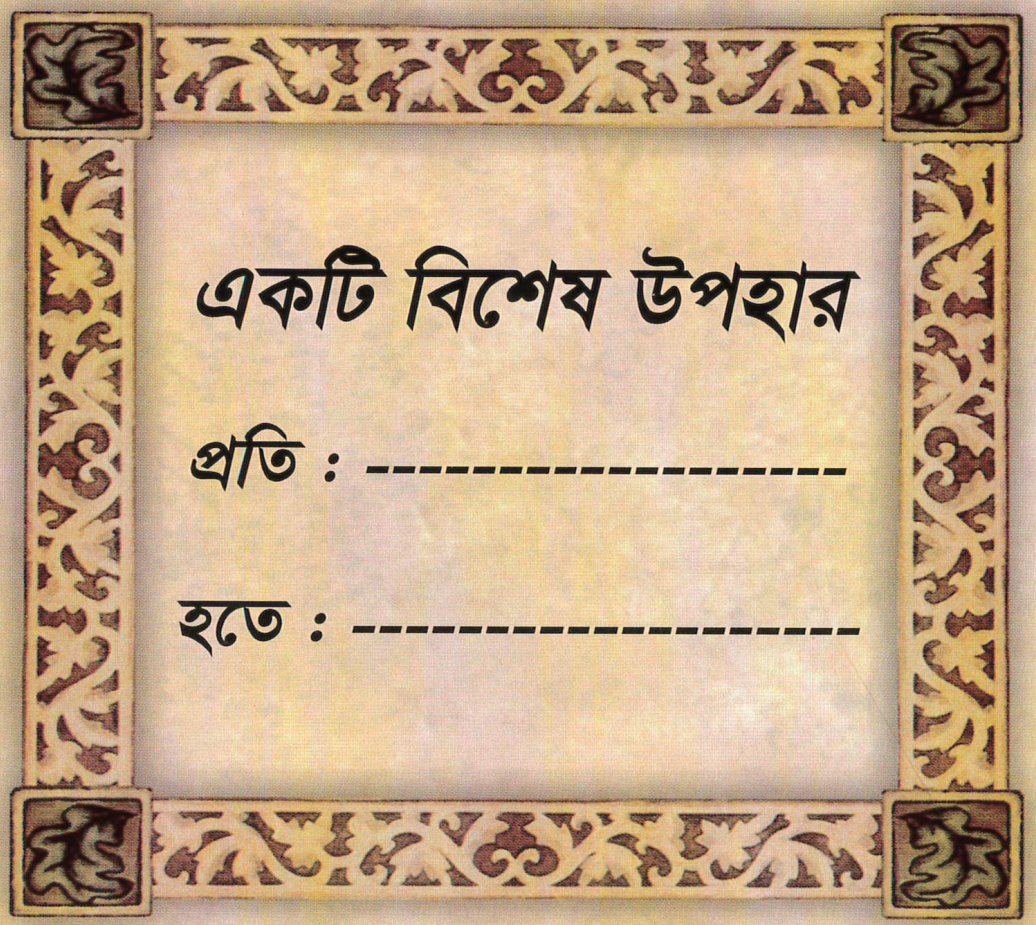
একটি বিশেষ উপহার
প্রতি : ----------
হতে : ----------

নখদন্তের যাত্রা

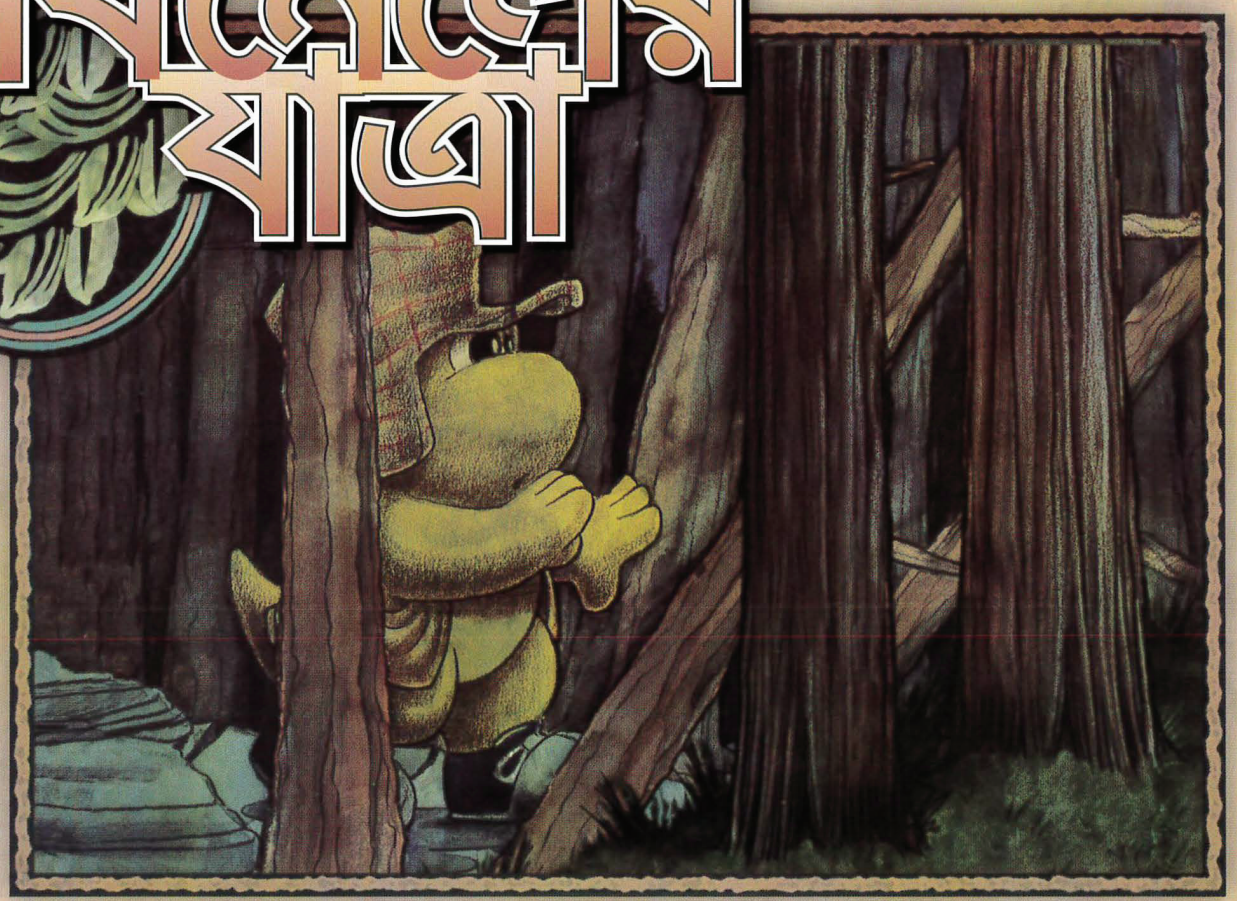

গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে দুঃসাহসিক যাত্রা

লেখক - টম কেলবি
বর্ণনাকারী - মার্ক ইয়েগার
অঙ্গসজ্জা -মাইকেল মেকন

নথনেলের যাত্রায় স্বাগতম

যদি আপনি শুধু আনন্দ লাভের জন্য এ গল্পটি পড়েন তাহলে এর উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। শিশুদের ঈশ্বরবিষয়ক মৌলিক সত্যকে শিক্ষা দেয়ার জন্যই নথনেলের ভ্রমণ কাহিনীটি সাজানো হয়েছে। শিশুরা ঈশ্বররকে যতটা বুঝে বলে আমরা ধরে নেই, এ বই পড়ে তারা তার চেয়েও অধিক তাঁকে বুঝতে পারবে এবং গ্রহণ করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। ঐশ প্রজ্ঞা ও ঈশ্বরকে বুঝার ক্ষমতা শুধু বড়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পাঠকের প্রতি আমাদের অনুরোধ, ঈশ্বর প্রদত্ত আপনাদের সন্তানদের আন্তরিকভাবে এ বইটি পড়ে শোনান। এটাই হবে তাদের জন্য খ্রীষ্ট সম্পর্কে সুসমাচার আলোচনা করার শুরু। নথনেলের যাত্রাটি আমাদের জীবনের যাত্রার মতই যা আমরা গভীর অরণ্যরূপ এ পৃথিবীর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে চলছি। ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন কেননা একটি শিশুকে আপনার এ যাত্রায় সঙ্গী করেছেন।

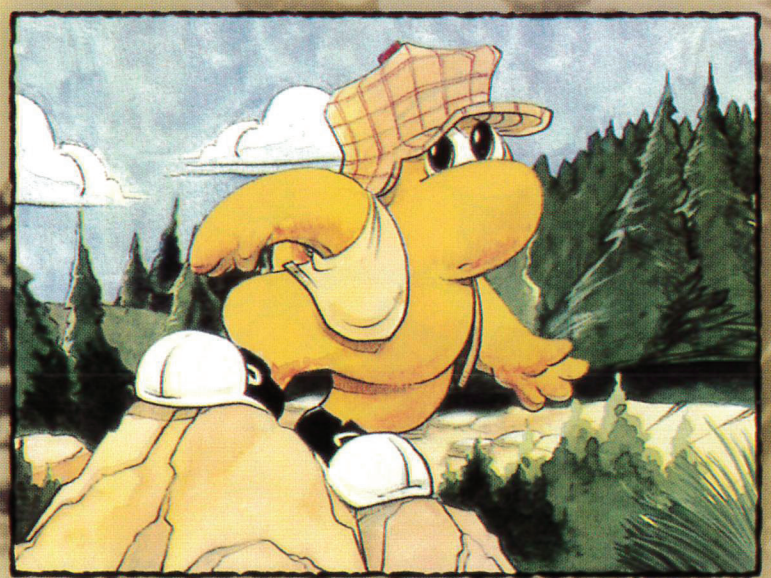

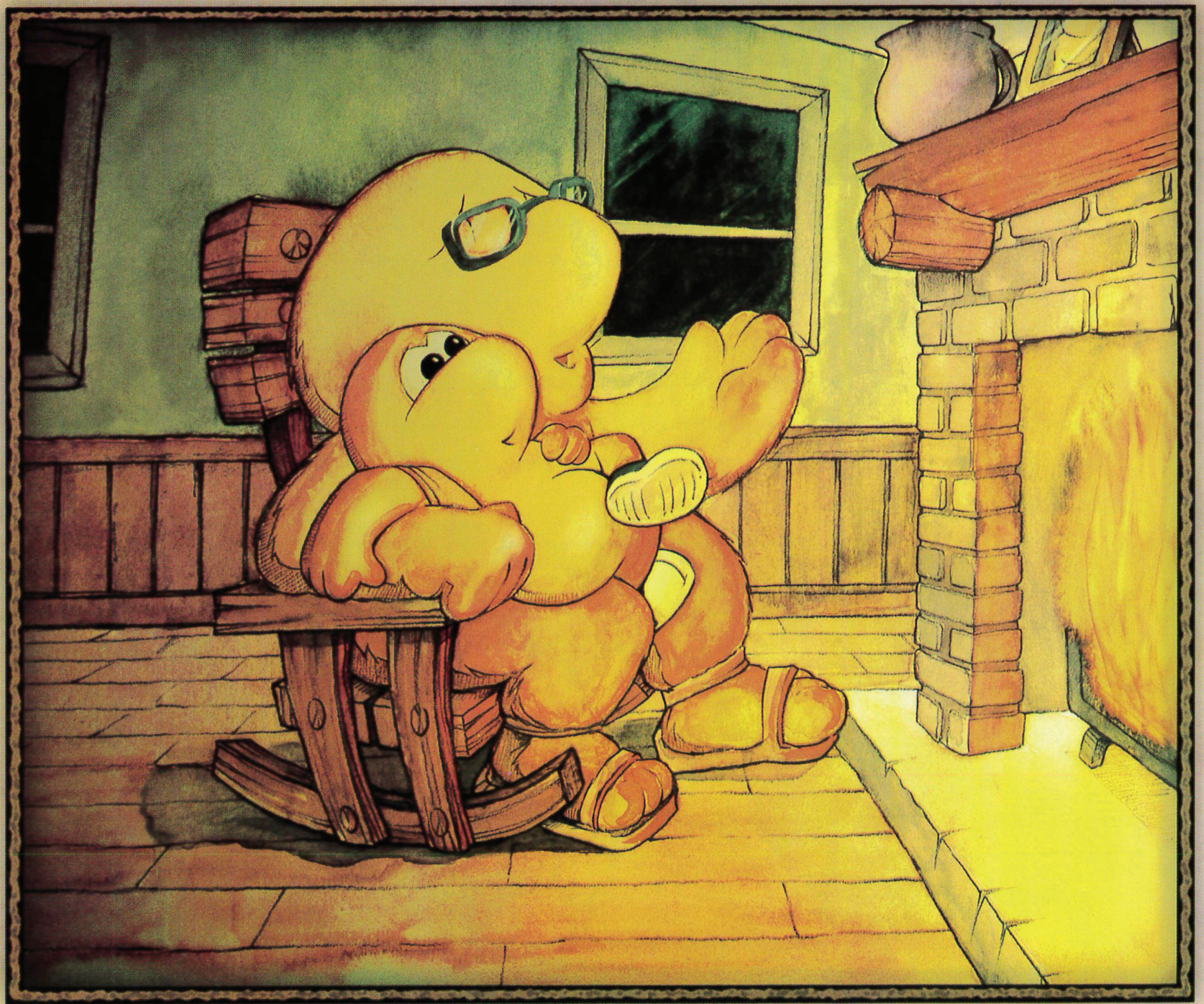

নথনেলের যাত্রার গল্পটি বলতে হলে আমাদের পিছনের দিকে যেতে হবে। তখন নথনেল ছোট ছিল এবং প্রায়ই তার ঠাকুরদাদার বাড়িতে বেড়াতে যেত।

নথনেল যখন তার ঠাকুরদাদার বাড়ি যেত তখন তার ঠাকুরদাদা বিশাল শক্তিশালী এক রাজ্যের অনেক আশ্চর্য গল্প বলে তার মনকে ভরে দিত। বিরাট এক বনের সর্বউত্তরে সে রাজ্য অবস্থিত।

নথনেলের ঠাকুরদাদা বলতেন ঐ রাজ্যের রাজা কিন্তু অন্যান্য রাজাদের মত নয়। ঐ রাজা তাঁর রাজ্যের সকল মানুষকে তাঁর পরিবারের লোকের মত ভালবাসেন। ঠিক তাঁর নিজের ছেলে-মেয়ের মত। তিনি এমন ভাবে সকলকে আদর যত্ন করেন যে, কারও মনে কোন দুঃখ থাকে না। কেউ কোন দিন অসুস্থ হয় না । কেউ সেখানে মারা যায় না। এটা একটি আদর্শ রাজ্য।

নথনেল জানত না দাদুর বলা গল্পগুলো আদৌ সত্যি কি না। কয়েক বছর পর তার ইচ্ছা হল ঐ রাজ্যে সে নিজে গিয়ে গল্পের শোনা বিষয়গুলো দেখবে। কিন্তু সমস্যা একটাই। সেগুলো দেখতে হলে গভীর বনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু ছোট নথনেল এ গভীর বন পার হবে কিভাবে?

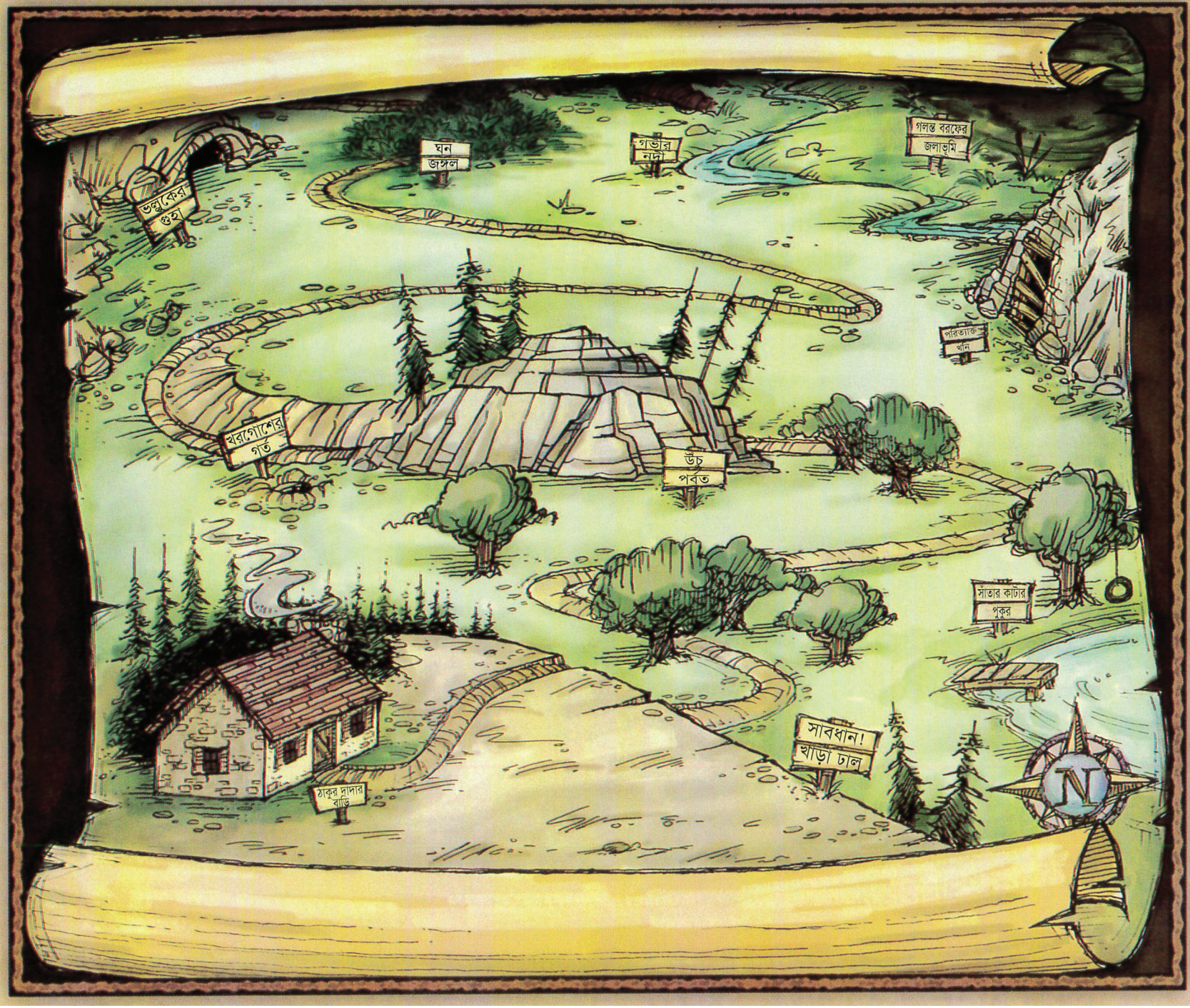
ঘন
জঙ্গল
গভীর
নদী
গলন্ত বরফের
জলাভূমি
ভল্লুকের
গুহা
পরিত্যক্ত
খনি
খরগোশের
গর্ত
উঁচু
পর্বত
সাঁতার কাটার
পুকুর
সাবধান!
খাড়া ঢাল
ঠাকুর দাদার
বাড়ি
N

যদিও নথনেলের বাড়ি বনের মধ্যেই ছিল এবং সেখানেই সে বড় হয়েছে, তথাপি সে কোনদিন বাড়ি ছেড়ে দূরে কোথাও যায়নি। গরমের দিনে সে তার বন্ধুদের সঙ্গে বনের ভিতরে একটি পুকুরে সাঁতার কাটতো।

একবার সে বনের মধ্যে উঁচু এক পর্বতের চূড়ায় উঠেছিল। তার আশা ছিল ঠাকুরদাদার কাছে শোনা বিরাট এ বনের ঐ প্রান্তের রাজ্যটি এক নজর দেখা। কিন্তু সে গভীর জংগল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না। এ বন সর্ম্পকে সে যা কিছু শুনেছে তার সব কিছুই ছিল খারাপ। অনেক অদ্ভুত শব্দ প্রায়ই বন থেকে শোনা যেত। যদি কেউ বনের ভিতর ভুলবশতঃ যেত সে আর ফিরে আসত না। নথনেল জানত যে, ঐ রাজ্যে যাবার একটি মাত্র পথই আছে এবং তা এ গভীর বনের মধ্য দিয়েই।

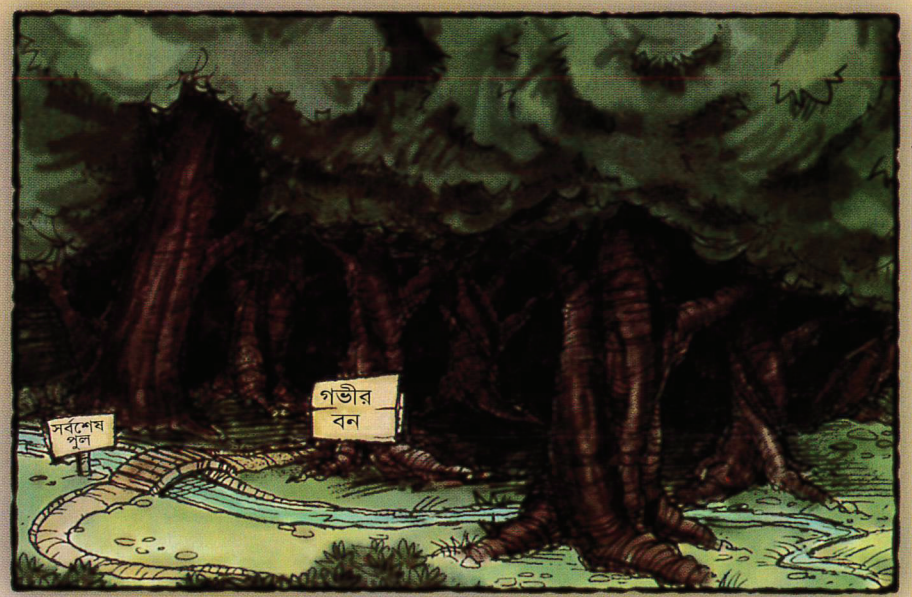

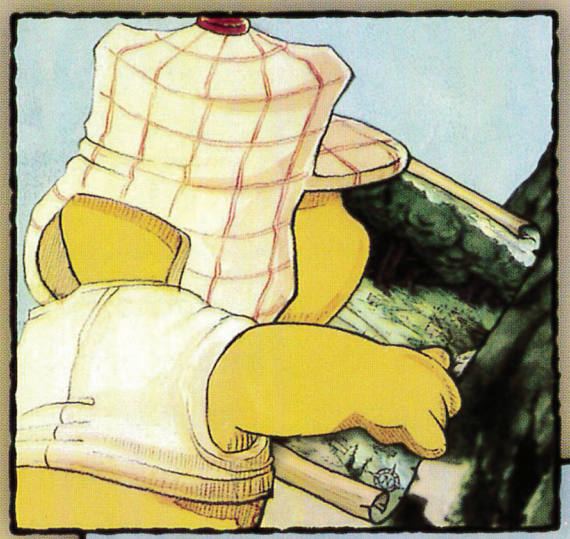

কয়েক মাস চিন্তা-ভাবনা করার পর নথনেল বনের ঐ প্রান্তের রাজ্যটি দেখার জন্য তার যাত্রা শুরু করল।

যাত্রা শুরুর পর নিজের ভয় দূর করার জন্য নথনেল মনে মনে বলল, "যাত্রাটি খুব খারাপ মনে হচ্ছে না। অতি সত্ত্বর আমি সেখানে পৌঁছে যাব।"

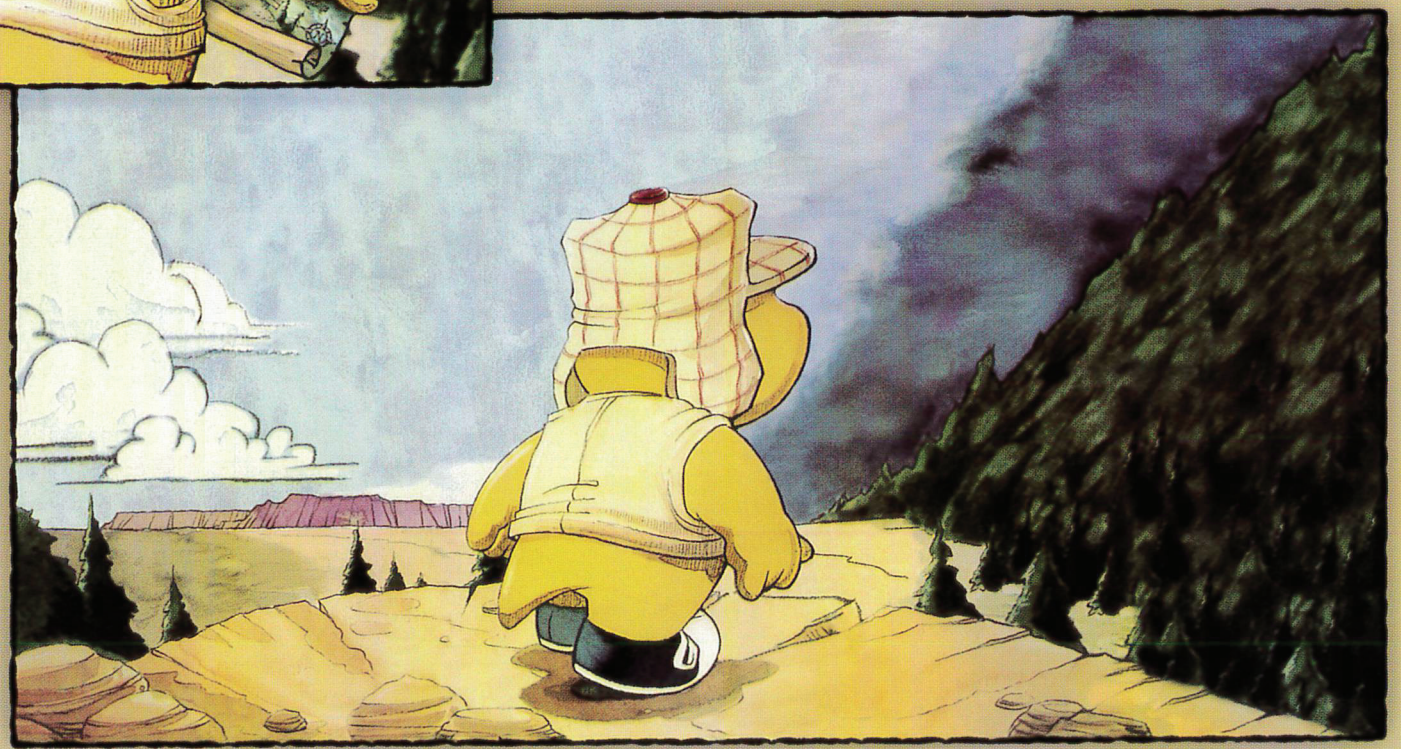

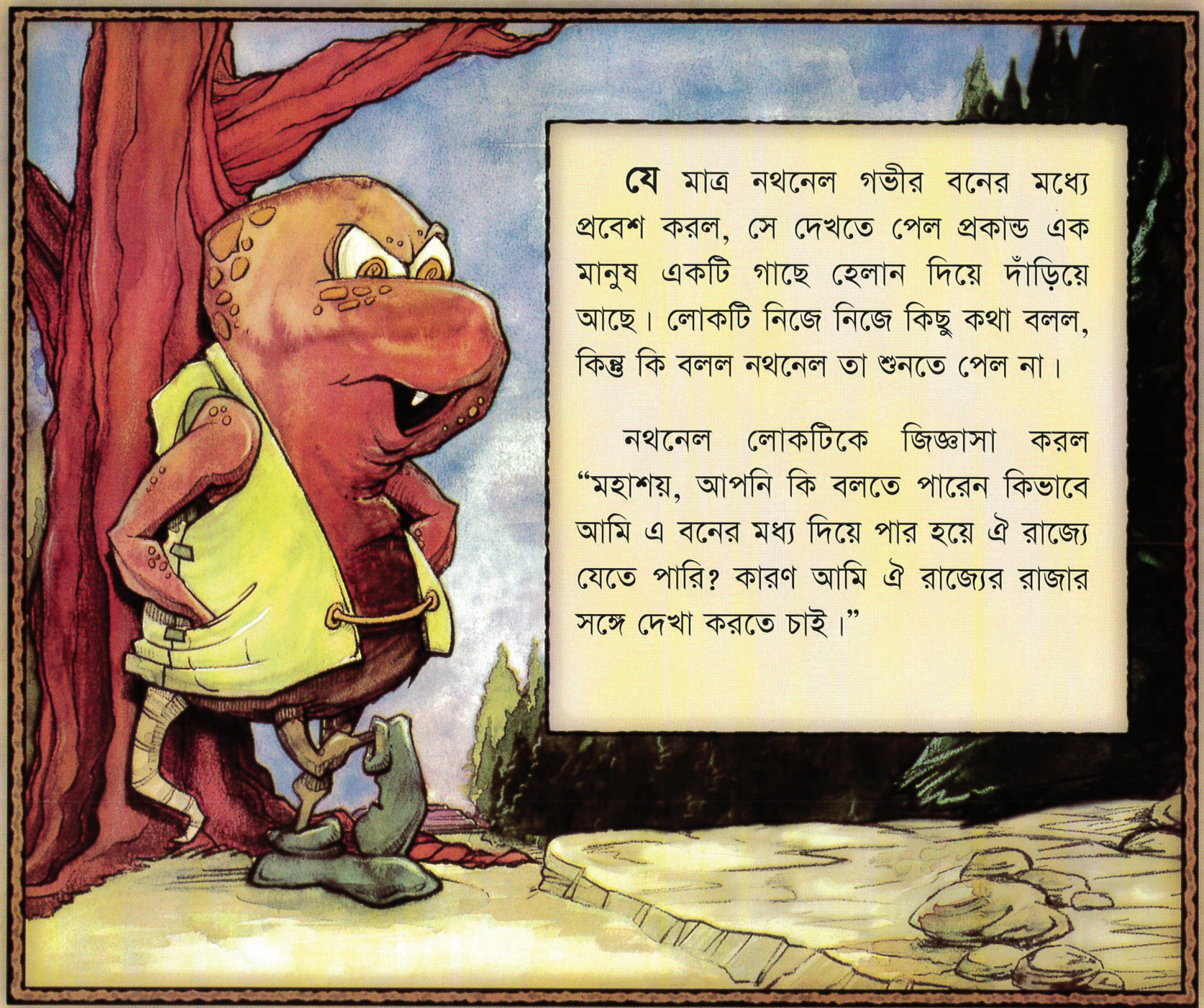

যে মাত্র নথনেল গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করল, সে দেখতে পেল প্রকান্ড এক মানুষ একটি গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি নিজে নিজে কিছু কথা বলল, কিন্তু কি বলল নথনেল তা শুনতে পেল না।

নথনেল লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল "মহাশয়, আপনি কি বলতে পারেন কিভাবে আমি এ বনের মধ্য দিয়ে পার হয়ে ঐ রাজ্যে যেতে পারি? কারণ আমি ঐ রাজ্যের রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

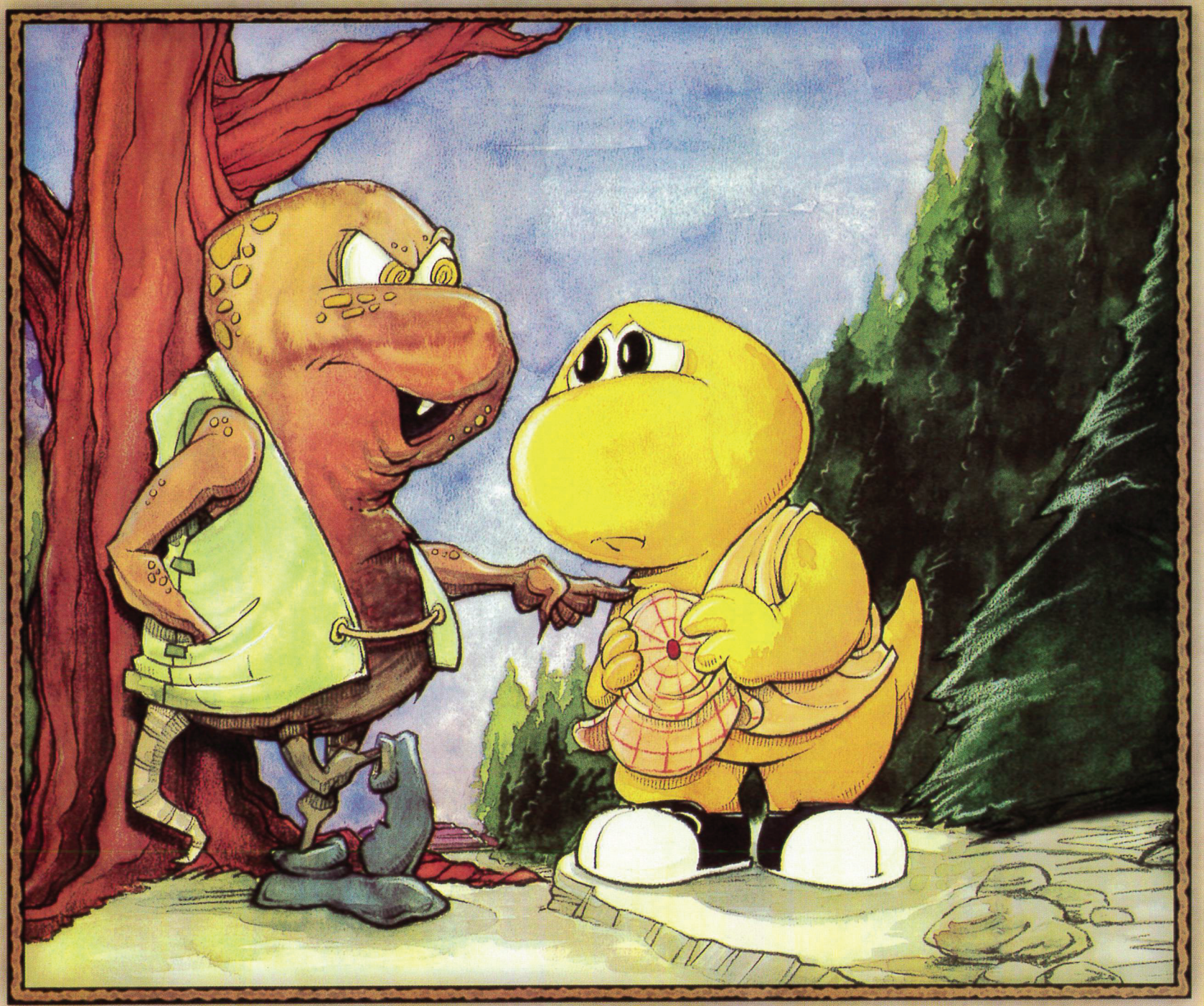

লোকটি তার লম্বা বাঁকা আংগুল দিয়ে নথনেলের বুকে খোঁচা মেরে হেসে বলল, "তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ? তুমি এ বনের মধ্য দিয়ে পার হয়ে রাজার সঙ্গে সাক্ষাত করতে যাচ্ছ? তিনি কেন তোমার সঙ্গে দেখা করবেন? তাঁর কোন কাজেই তুমি আসবে না। তুমি খুবই ছোট। তুমি খুবই দুর্বল। রাজা তোমার মত এমন একজন লোকের সঙ্গে কেন দেখা করতে চাইবেন না, তার হাজারও কারণ আমি তোমাকে বলতে পারি। রাজা অনেক শক্তিমান যোদ্ধা চান। কিন্তু তোমার মত কাউকে নয়।"

এ কথা শুনে নথনেল খুবই দুঃখ পেল এবং সে কেঁদে ফেলল। "কিন্তু আমার ঠাকুরদাদা তো আমাকে বলেছিলেন, সে রাজা সকলকে ভালবাসেন," নথনেল বলল।

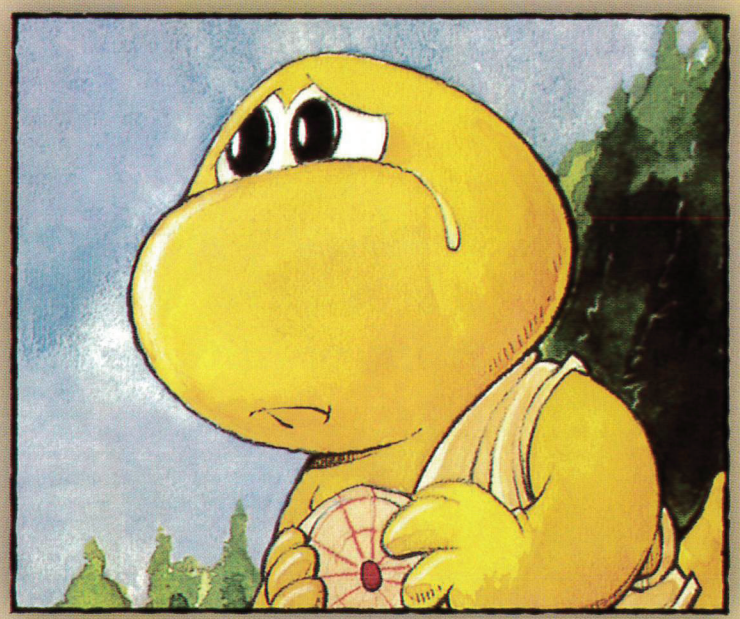

এবার লোকটি অট্ট হাসি হেসে বলল, "নিশ্চয় তোমার ঠাকুরদাদা ভুল শুনেছিলেন।"

এবার লোকটি একটু রাগ করে নথনেলকে ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিয়ে বলল, "এখন তুমি আমার রাস্তা ছাড়। আমার আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সর্ম্পকে ভাবতে হবে, যা তোমার সমস্যার চেয়েও অনেক বড়।"

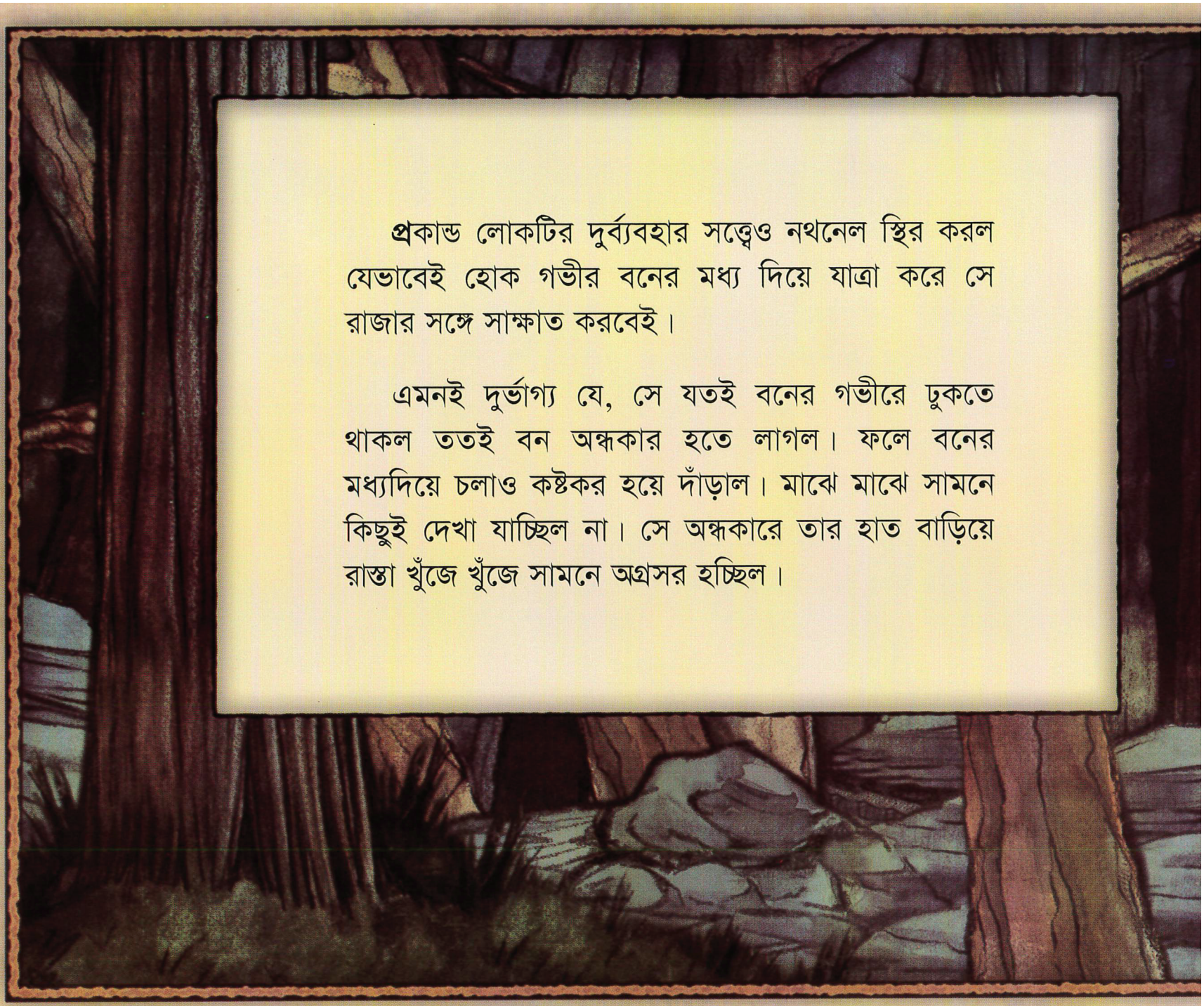

প্রকান্ড লোকটির দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও নথনেল স্থির করল যেভাবেই হোক গভীর বনের মধ্য দিয়ে যাত্রা করে সে রাজার সঙ্গে সাক্ষাত করবেই।

এমনই দুর্ভাগ্য যে, সে যতই বনের গভীরে ঢুকতে থাকল ততই বন অন্ধকার হতে লাগল। ফলে বনের মধ্যদিয়ে চলাও কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। মাঝে মাঝে সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। সে অন্ধকারে তার হাত বাড়িয়ে রাস্তা খুঁজে খুঁজে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল।

এভাবে নথনেল যখন হাঁটছিল, তখন হঠাৎ একজন মানুষের সঙ্গে সে ধাক্কা খেল। মানুষটি বনের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে চলছিল। মনে হল লোকটি কিছু খুঁজছিল।

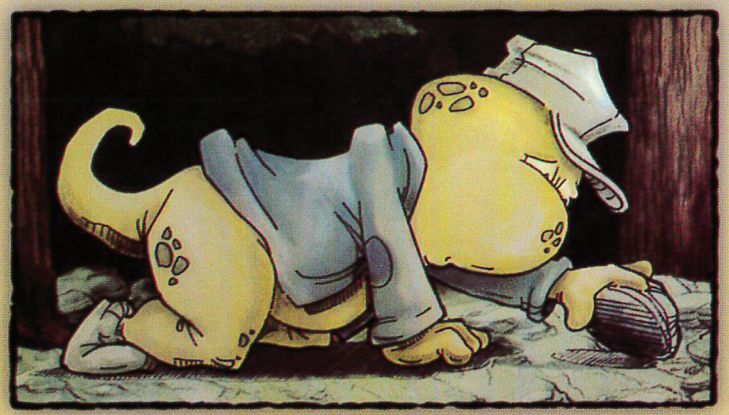

নথনেল লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি খুঁজছ? "

লোকটি উত্তর দিল, "বনের ঐ প্রান্তের রাজার রাজ্যে যাবার টিকেট খুঁজছি।"

"কি?"

"বনের ঐ প্রান্তের রাজার রাজ্যে যাবার টিকেট।"

নথলেন বলল, "কিন্তু আমার মনে হয় রাজা তো সকলকে টিকেট ছাড়াই তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করতে দেন।"

লোকটি মাথা নেড়ে বলল, "না, রাজা কোন ব্যক্তিকেই বিশেষ টিকেট ছাড়া তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করতে দেন না। এটাই সে রাজ্যের নিয়ম।"

"কোথায় আমি প্রবেশ করার টিকেট পাব?" নথনেল লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল।

লোকটি উত্তর দিল, "দুঃখিত, আমার তা জানা উচিত ছিল, যেহেতু আমি গত তিন বৎসর ধরে সর্বত্রই সে টিকেট খুঁজে বেড়াচ্ছি, কিন্তু কোথাও টিকেট খুঁজে পাইনি। মনে হয় আমি এ টিকেট খুঁজা বন্ধ করে দেব।"

নথনেলের মন ভেঙ্গে গেল। সে মনে মনে বলল, "মনে হয় আমার ফিরে যাওয়া উচিত। আমিও ঐ টিকেট কখনও খুঁজে পাব না।"

নথনেল একটি গাছের গুঁড়ির উপর বসে পড়ল এবং কাঁদতে শুরু করল। সে এখন জানেনা সে কি করবে। কারণ জংগলটি খুবই অন্ধকার। সামনে কিছুই দেখা যায় না। এমনকি একটি গাছও দেখা যায় না। কিভাবে সে অন্ধকারের মধ্যে টিকেট খুঁজে পাবে?

তখন হঠাৎ সূর্যের আলো বনের অন্ধকার ভেদ করে প্রবেশ করল। একজন মহিলা এ আলোর মধ্য দিয়ে এসে দাঁড়ালেন। যাত্রা শুরু করার পর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এ প্রথম নথনেল একজন বন্ধুর মতো মানুষের দেখা পেল। সে মহিলা বললেন, "শোন নথনেল! আমি তোমার কান্না শুনে তোমাকে সাহায্য করার জন্য তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি।"

নথনেল দুঃখের সঙ্গে তার মাথা নাড়াল এবং বলল, "আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমার মনে হয় আপনি আমাকে কোন সাহায্য করতে পারবেন না। দেখুন, আমি এ বন পার হয়ে রাজার রাজ্যে যেতে চাই। কিন্তু আমার তো প্রবেশ করার কোন টিকেট নেই। তাই রাজা আমাকে তাঁর রাজ্যে ঢুকতে দিবেন না। রাজা আপনাকেও ঢুকতে দিবেন না, যদি আপনার টিকেট না থাকে।"

মহিলাটি হেসে বললেন, "আমি কিন্তু রাজাকে চিনি এবং আমার কাছে রাজার রাজ্যে প্রবেশ করার আরও একটি টিকেট আছে। তুমি কি এটি চাও? "

"অবশ্যই আমি চাই," নথনেল চিৎকার করে বলল। টিকেটের জন্য পকেট থেকে টাকা বের করে সে গুনতে লাগল এবং জিজ্ঞেস করল, "টিকেটের দাম কত দিতে হবে?"

"আমার মনে হয় তুমি এর দাম দিতে পারবে না। কারণ এটা অনেক বেশী দামী টিকেট," মহিলাটি উত্তর দিলেন।

"তাহলে কিভাবে আমি এ টিকেট পাব ..."

মহিলাটি হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "শুধু মনে কর যে এটা রাজার দান।" এ বলে নথনেলকে একটি টিকেট দিলেন।

"তার মানে এটা আমার জন্যে? বিনামূল্যে?" নথনেল জিজ্ঞাসা করল।

মহিলাটি বললেন, "নিশ্চয়ই। রাজা তার কোন দানের জন্যই মূল্য নেন না।"

"তাহলে যে মানুষটি হামাগুড়ি দিয়ে টিকেট খুঁজছে তাকে আমাদের একটি টিকিট ব্যবস্থা করে দেয়া দরকার," নথনেল উৎসাহের সঙ্গে বলল। সে অবাক হয়ে আরও বলল, "লোকটি তিন বৎসর যাবত একটি টিকেট খুঁজছে! বিনামূল্যের এ টিকেটের কথা শুনলে সে খুবই আনন্দিত হবে।"

মহিলাটি তাঁর মাথা নেড়ে বললেন, "রাজা আমাদের অনেককে ঐ মানুষটির কাছে পাঠিয়েছেন। তাকে টিকেট দেয়ার কথাও বলা হয়েছিল। কিন্তু সে আমাদের কথায় বিশ্বাস করেনি।" মহিলা আরও বললেন, "নথনেল তোমার টিকেট সম্পর্কে খুবই সাবধান থাকবে। তুমি জীবন দিয়ে হলেও এ টিকেট রক্ষা করবে। অনেক লোক তোমার নিকট থেকে এটা চুরি করতে চাইবে।"

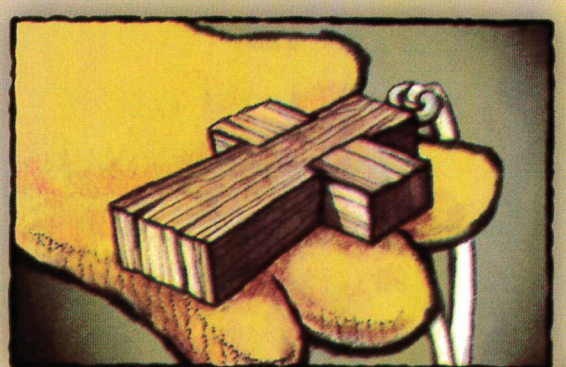

যখন নথনেল বনের ঐ প্রান্তের রাজ্যে প্রবেশের টিকেট পেয়ে মনে মনে খুব গর্বিত হল, তখন মহিলাটি তাকে একটি টর্চলাইট দিলেন।

নথনেল জিজ্ঞাসা করল, "এটা কিসের জন্য?"

মহিলাটি বললেন, "এটা একটি বিশেষ লাইট। রাজা যাদের টিকেট দেন তাদের প্রত্যেকের জন্য এ লাইটও দেয়া হয়। তুমি সব সময় এটাকে জ্বালিয়ে রাখবে। কখনও নেভাবে না। বনের মধ্য দিয়ে রাস্তা খুবই সরু। যদি তুমি লাইট নেভাও তাহলে তুমি হারিয়ে যাবে।"

নথনেল লাইটটি জ্বালাল এবং বন আলোকিত হয়ে উঠল। সে জায়গাটির সমস্ত গাছ আলোতে জ্বল জ্বল করে উঠল।

"এটা সত্যিই চমৎকার!" নথনেল আনন্দে বলে উঠল, "এখন আমি দেখতে পাব আমি কোথায় যাচ্ছি।"

কিন্তু নথনেলের এ আনন্দ যেন নিমিষেই বিলীন হয়ে গেল। "লাইটের ব্যাটারি ফুরিয়ে গেলে কি হবে? তাই আমি এটাকে শুধু অন্ধকার জায়গায় ব্যবহার করব। যে স্থানে আমি দেখতে পাব সেখানে এটাকে নিভিয়ে রাখব।"

"নথনেল, এটা একটা বিশেষ ধরনের লাইট। এটা ব্যাটারি দ্বারা চলে না। তুমি যতই এটাকে ব্যবহার করবে এটা নিভে যাবে না। কিন্তু যদি ব্যবহার না কর এবং তোমার নিজের চোখের দৃষ্টির উপর নির্ভর কর, তবে এটা আস্তে আস্তে নিভে যাবে। এভাবে এক সময় আর কাজ করবে না। অন্ধকারেও আলো দেবে না।"

"এ লাইট থেকে সবচেয়ে বেশী আলো পেতে হলে তোমাকে সব সময়, সব জায়গায় এটাকে ব্যবহার করতে হবে। এমন কি যখন তুমি মনে করবে যে তুমি নিজে পথ দেখে চলতে পারবে, তখনও। এ লাইট তোমাকে অনেক জিনিষ দেখাবে যা তুমি তোমার নিজের চোখে দেখতে পাবে না।"

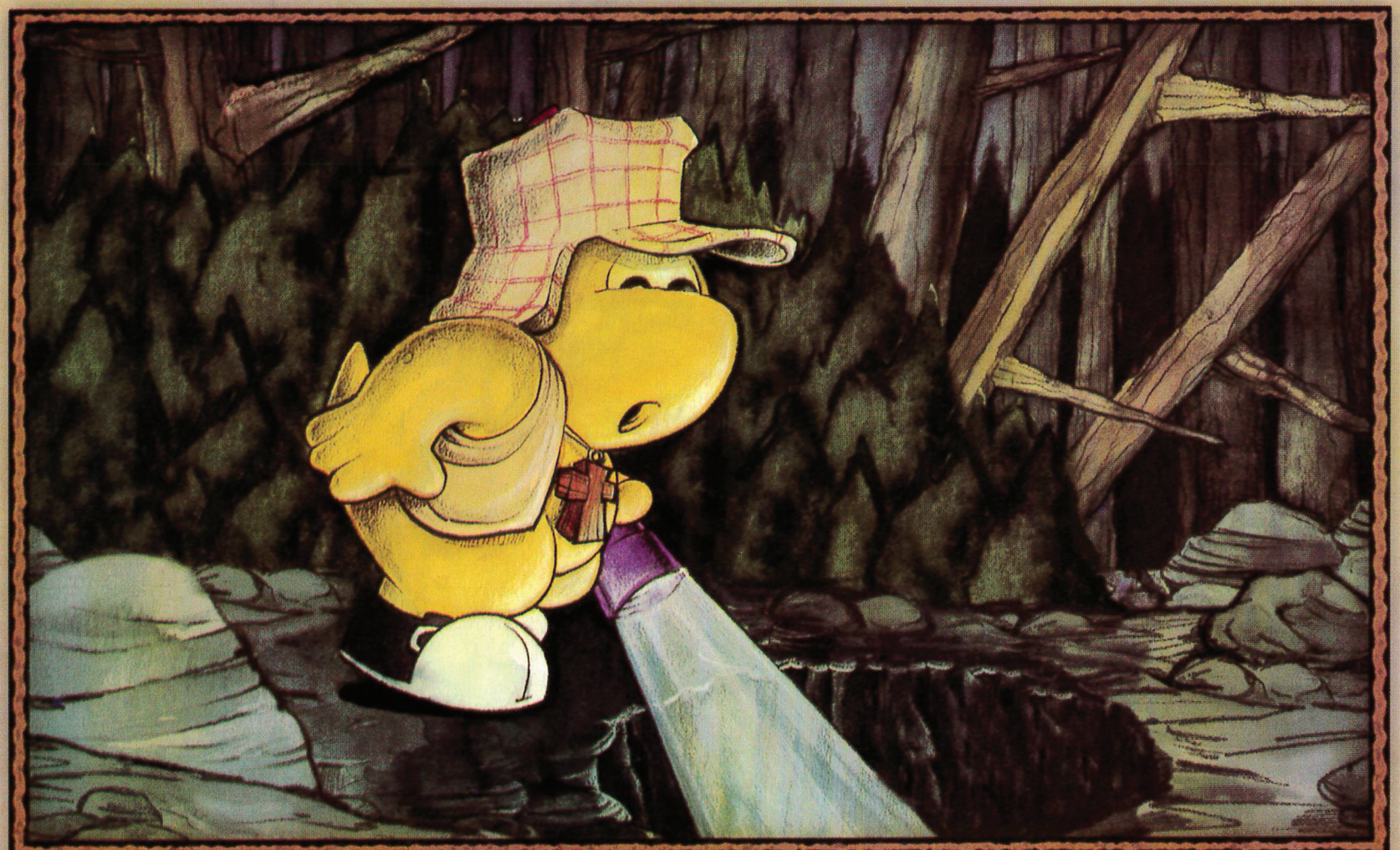

ভদ্র মহিলার পরামর্শ নথনেল অতি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করল এবং তার লাইটটি সব সময়ের জন্য জ্বালিয়ে রাখল। এভাবে তার জীবন বেশ কয়েকবার রক্ষা পেল। একবার তো সে একটি গভীর কুয়ার মধ্যে পড়েই যাচ্ছিল। এ লাইটের আলো তাকে রক্ষা করেছিল। কারণ এ লাইটের আলোতে সে গভীর কুয়াটি দেখতে পেয়েছিল।

আরেকবার সে কুণ্ডুলী পাকানো বড় একটি সাপের উপরে বিশ্রাম করতে প্রায় বসেই পড়েছিল। লাইটের আলোতে সাপটিকে দেখে সে বেঁচে গিয়েছিল। নথনেল বনের মধ্যে প্রতি পদক্ষেপে লাইট ব্যবহার করা শিখল এবং বিপদমুক্ত থাকল। সে লাইটের আলোতে তার সামনের রাস্তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল।

একদিন গভীর অন্ধকার ও প্রচণ্ড শীতে নথনেল বনের মধ্য দিয়ে হাঁটছিল। সে সময় বনের মধ্য থেকে নথনেল এমন একটি শব্দ শুনতে পেল যা তার কাছে শয়তানের হাসির মত মনে হল।

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে সে নিজেকে বলল, "আহ্! এটি শুধু আমার কল্পনা।"

কিন্তু নথনেলের মনে হল এটা শুধু তার কল্পনা নয়। সে জানত বনের মধ্যে এমন কিছু আছে। সে এটাও বুঝতে পারল ঐ জন্তুটি যাই হোক, সেটা তাকে অনুসরণ করছে।

"তোমার লাইট বন্ধ কর," ফিস্ ফিস্ করে জন্তুটি বলল, "এখানে আস এবং আমার সঙ্গে কথা বল।"

নথনেল তাড়াতাড়ি যে দিক থেকে কথা শুনতে পেল সে দিকে লাইটি ধরল। আর যখন আলো গাছের উপর পড়ল সে জন্তুটি তাড়াহুড়া করে লুকিয়ে পড়ল এবং উড়ে চলে গেল। আর একবার লাইটটি নথনেলের জীবন বাঁচাল।

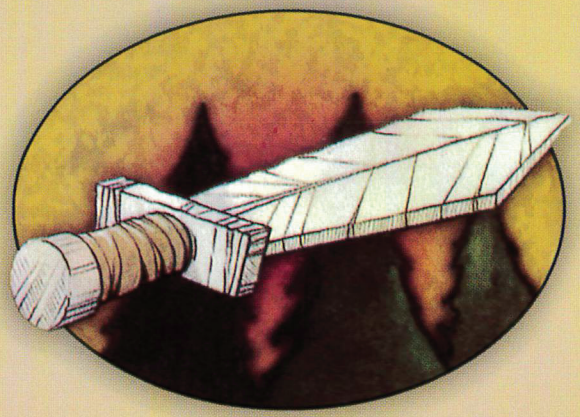

পরের দিন, নথনেল তার যাত্রা পুনরায় শুরু করার জন্য প্রস্তুত হল। তখন কালো চোখ ও শরীরে আঘাতের চিহ্নসহ এক লোক কাঁপতে কাঁপতে তার কাছে এসে তাকে একটি তরবারি দিলেন।

"রাজা চান এটা তোমার কাছে থাক," লোকটি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন। "তিনি আমাকে যথাশীঘ্র এ তরবারিটি তোমার কাছে পৌঁছে দিতে বলেছেন।"

"একটি তরবারি?"

"এটি একটি সাধারণ তরবারি নয়। এটি একটি আশ্চর্য তরবারি। যতই তুমি এটাকে ব্যবহার করবে, ততই তুমি শক্তিশালী হবে।"

"তুমি সত্যিই আমাকে এ তরবারিটি দিবে? রাজা কেন আমাকে এ তরবারিটি দিতে চান? আমি তো কোন যোদ্ধা নই? আমি তো ছোট্ট নথনেল মাত্র।"

"তিনি নিশ্চয়ই মনে করেছেন তুমি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। আমার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন এটা পৌঁছে দিতে। এটা তুমি কখনও হারাবে না।"

"কিন্তু আমি তো কখনও তরবারি ব্যবহার করিনি," নথনেল বলল। "আমার মনে হয় এটা আমার জন্য খুবই বড় ও ভারী।"

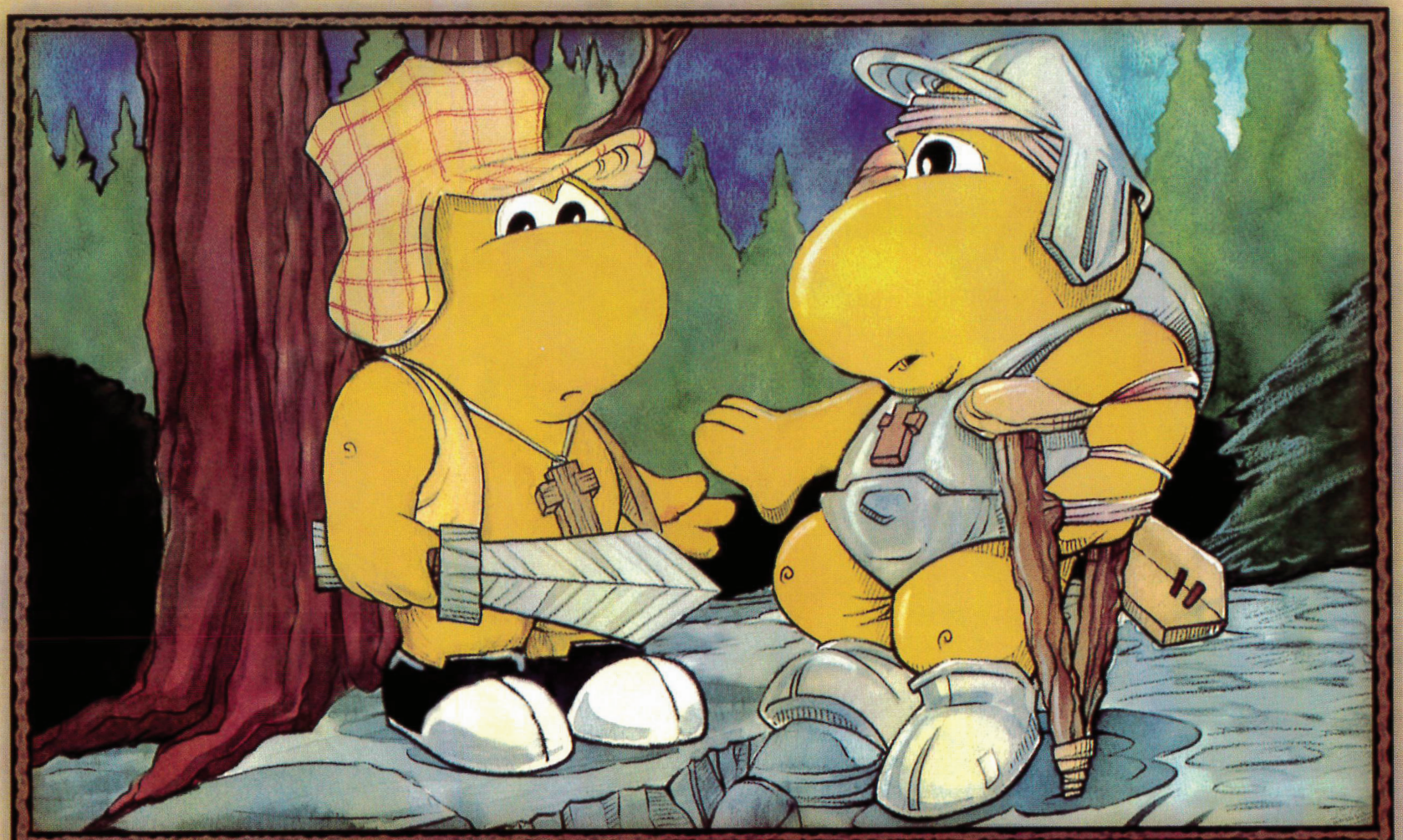

"তোমাকে এর জন্য উদ্বিগ্ন হতে হবে না," লোকটি উত্তর দিলেন। "রাজা তোমারই জন্য এ তরবারি তৈরি করেছেন। একবার যখন তুমি এটা ব্যবহার শুরু করবে, দেখবে এটা তোমার জন্য ঠিকই আছে।"

লোকটি বললেন, "সবচেয়ে বড় কথা হল, তোমার শত্রুদের হাতে এমন কোন অস্ত্রই নেই যা দ্বারা তোমার এ তরবারির সামনে তারা দাঁড়াতে পারবে। এটার মধ্যে মহা শক্তি আছে।"

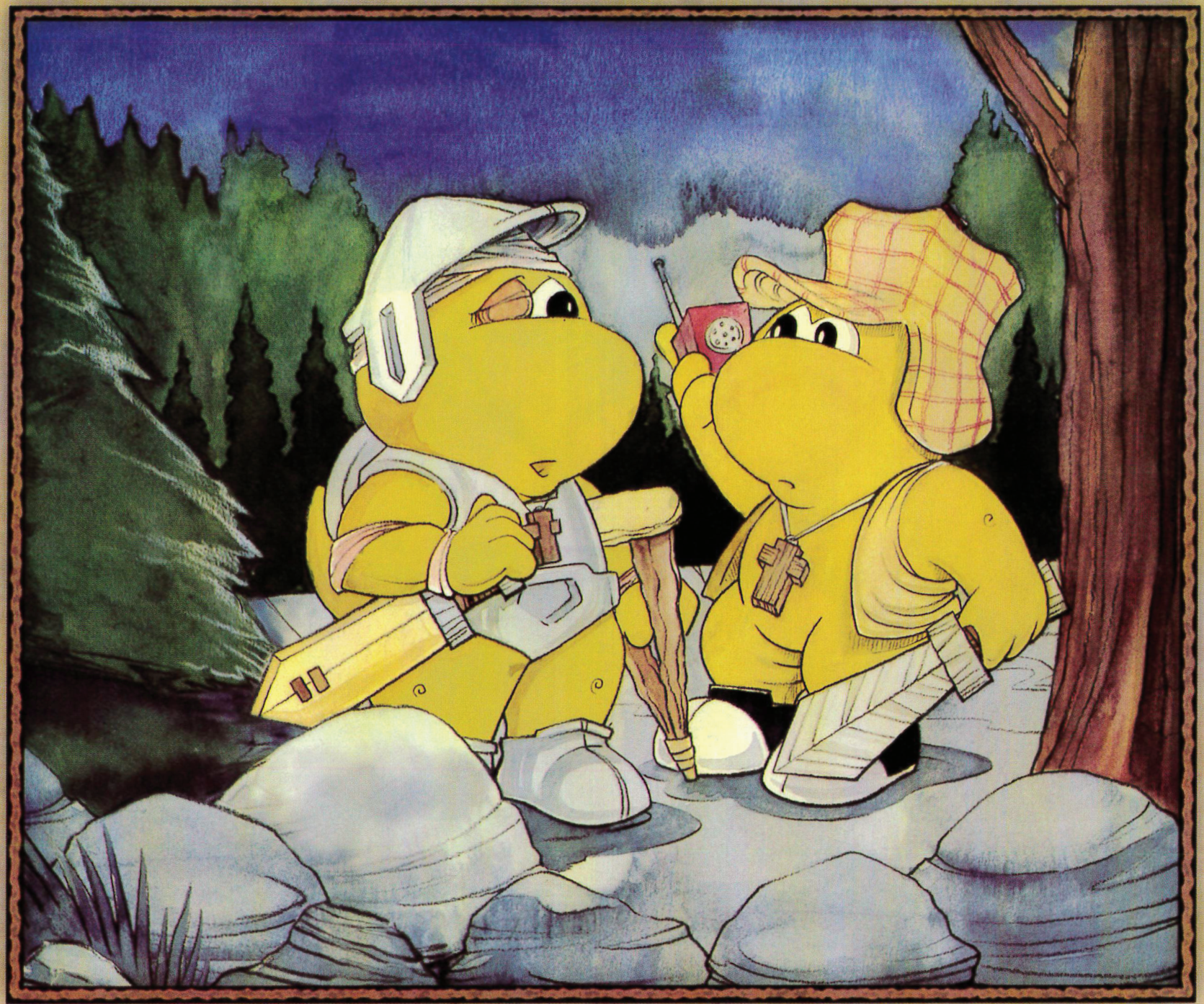

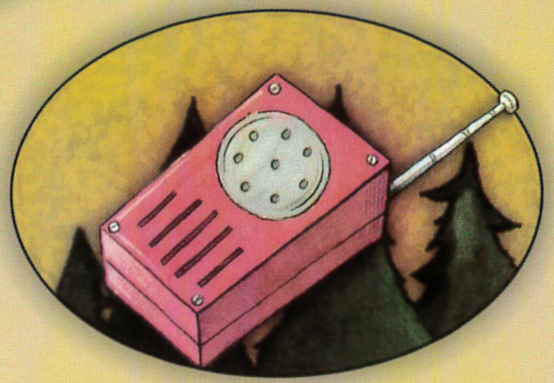

লোকটি বিদায় নেয়ার পূর্বে তার ব্যাগের ভেতর থেকে ছোট একটি জিনিষ বের করে বললেন, "রাজা আমাকে এ জিনিষটি দিয়েছেন তোমাকে দেয়ার জন্য। তিনি চান যেন এটাও তুমি তোমার সঙ্গে রাখ।"

"এটা কথা বলা ও কথা শুনার রেডিও। এটা দিয়ে তুমি রাজার সঙ্গে কথা বলতে পারবে।"

এটি সত্যিই নথনেলকে দ্বিধান্বিত করল। "কিন্তু কেন রাজা আমার সঙ্গে কথা বলতে চান? আমি তো তাকে কখনও দেখিনি। এখন আমার মনে হচ্ছে তুমি সঠিক মানুষের কাছে আসনি..." নথনেল বলল।

লোকটি মাথা নেড়ে বললেন, "না না, আমি নিশ্চিত আমি সঠিক মানুষটি পেয়েছি। রাজা বিশেষভাবে আমাকে বলেছেন, যেন আমি রেডিওটি তোমাকেই দিই।"

"আমি কিভাবে এটা 'অন' করব? নথনেল রেডিওটি ভালভাবে দেখে জিজ্ঞাসা করল। "রেডিওটির 'অন' বা 'অফ' করার কোন সুইচ্ নেই।"

"শুধু এর মধ্যে কথা বল," লোকটি উত্তর দিলেন। "এটা সব সময়ই অন হয়ে থাকে।"

"কখন আমি এটা ব্যবহার করব? যখন আমি বিপদে পড়ব, তখন? আমি রাজাকে বিরক্ত করতে চাই না।"

লোকটি হেসে বললেন, "কোন আপত্তি নেই। তুমি যত খুশী রাজার সঙ্গে কথা বল। তিনি কখনও বিরক্ত হবেন না। মনে রাখবে, এ বন কিন্তু সাংঘাতিক বিপদজনক। রাজা এ রেডিওর সাহায্যে তোমার সঙ্গে কথা বলে তোমাকে নির্দেশ দিবেন। তুমি যতই রাজার সঙ্গে কথা বলবে ততই তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন।"

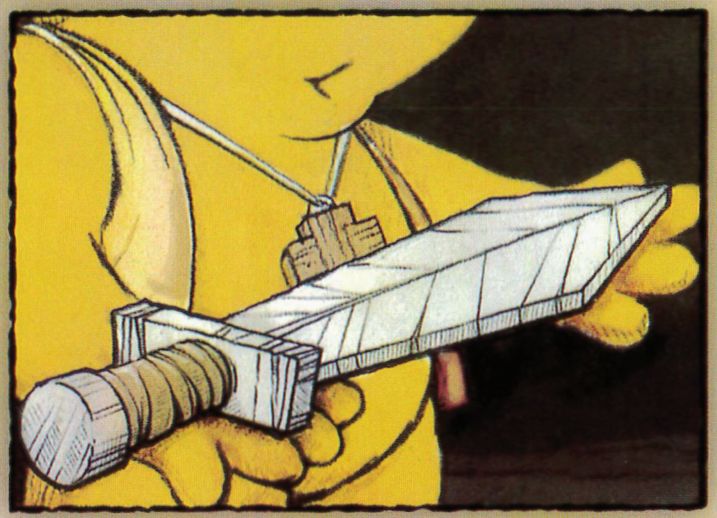

লোকটি চলে যাবার পর নথনেল রেডিওটি তার ব্যাগে রাখল। তরবারিটি দু'হাতে আড়াআড়িভাবে ধরে বনের মধ্য দিয়ে ঐ রাজ্যের দিকে এগিয়ে চলল। তরবারিটি দেখতে খুব পুরানো। মনে হয় এটাকে অনেক যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। হাতলটি চামড়া দিয়ে সাধারণ ভাবে জড়ানো ছিল। তরবারিটির দু'পাশ অত্যন্ত ধারাল ছিল। এটা ছিল সাধারণ একটি তরবারি। সত্যই কি এটা বিশেষ তরবারি যা ঐ যোদ্ধা লোকটি বর্ণনা দিলেন?

"তুমি নিশ্চয় এটা যুদ্ধে ব্যবহারের পরিকল্পনা করছ না?"

অন্য আরেক জনের কথা শুনে নথনেল ভয়ে তরবারিটি প্রায় ফেলেই দিচ্ছিল। তার এ চলার পথে অন্য কেউ আছে বলে তার জানা ছিল না। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল একজন লোক একটি বড় গাছের গুহায় বসে আছেন।

"কে... কে তুমি?"

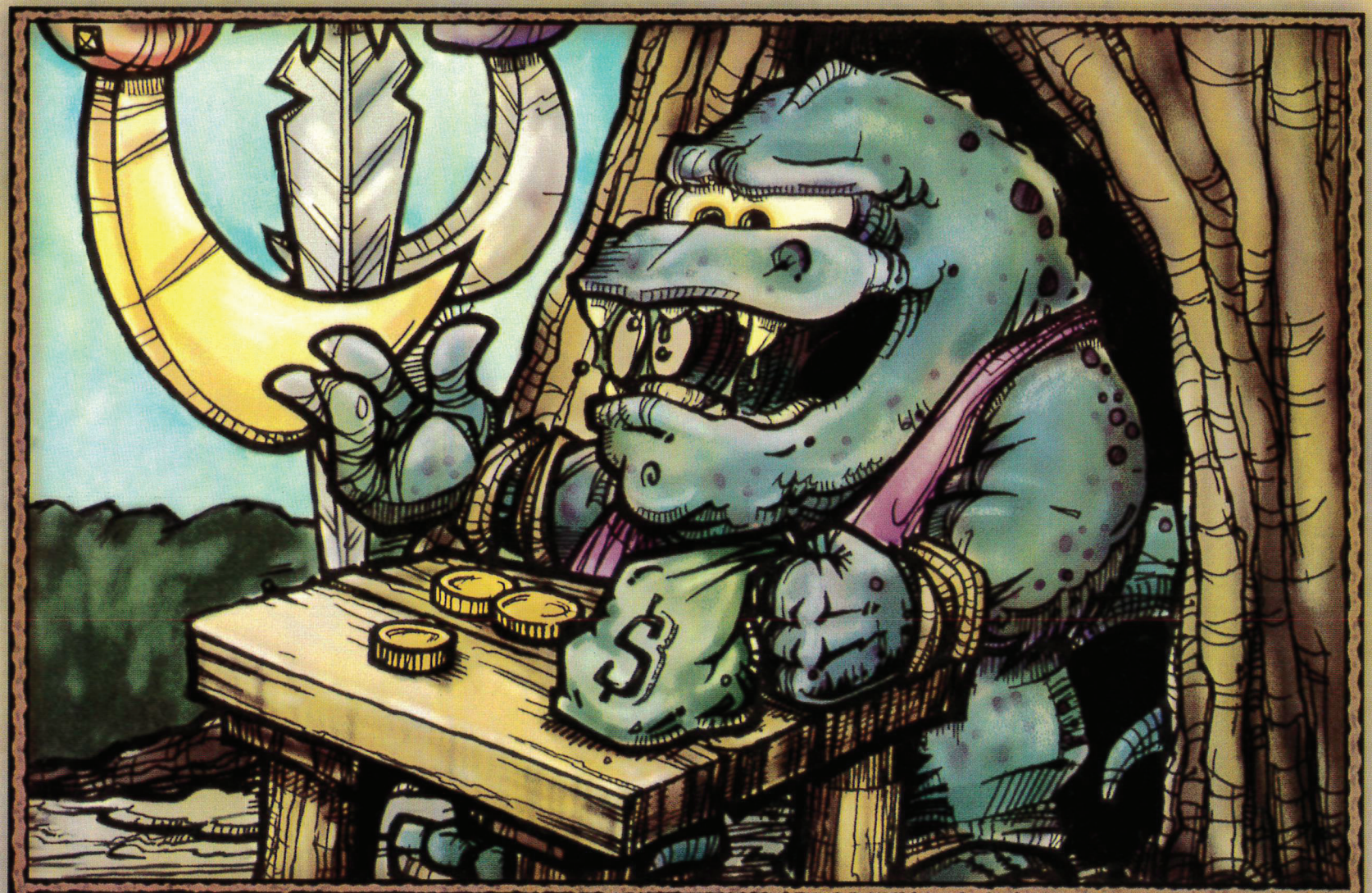

"মেকস্ আমার নাম। তরবারি নিয়েই আমার খেলা। আমি তোমাকে বলছি, তোমার হাতের তরবারিটি যুদ্ধের জন্য তৈরি করা হয়নি। আমার তরবারির মধ্য থেকে যে কোন একটি নিয়ে দেখ না কেন?"

তরবারি
ক্রয় করুন * লিজ নিন * ব্যবসা করুন

লোকটি অনেক প্রকার তরবারি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেছিল। অনেকগুলি তরবারি মূল্যবান মণি-মুক্তা দ্বারা খচিত ছিল। এ তরবারিগুলো নথনেলের হাতের সাধারণ তরবারির চেয়ে শক্তিশালী মনে হচ্ছিল।

"রাজা আমাকে এ তরবারি দিয়েছেন," নথনেল তোতলাতে তোতলাতে বলল। "তিনি শুধু আমার জন্য এটা তৈরি করেছেন।"

লোকটি হেসে বলল, "তুমি আমার কথা বিশ্বাস করনা, তাই না? এ তরবারিগুলো অনেক ভাল। তোমারটা আমার হাতে দাও এবং আমার যে কোন একটা দিয়ে তুমি চেষ্টা করে দেখ।"

নথনেল তরবারিগুলোর দিকে তাকাল। সেগুলো খুবই সুন্দর। কিন্তু কোন প্রকারেই সে তার তরবারিটি লোকটির কাছে দিতে চাইল না। এ প্রথম বার সে তার রেডিওটি বের করে এর মাধ্যমে রাজার সঙ্গে কথা বলল।

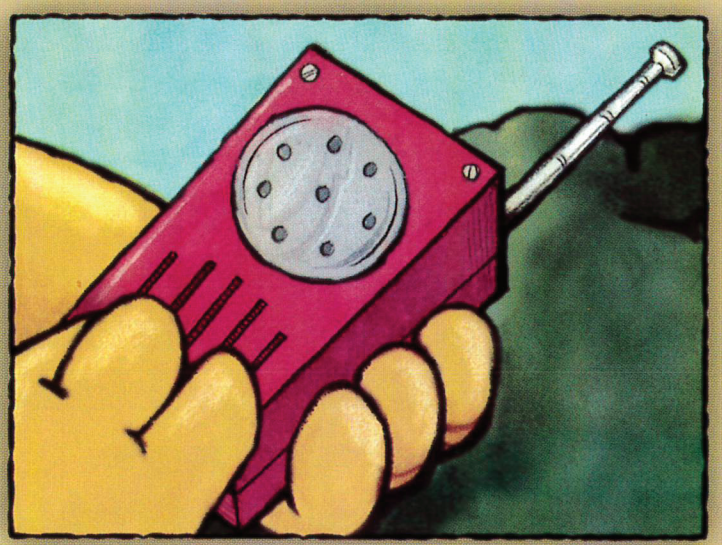

"আঃ, আমি নথনেল। আমি রাজার সঙ্গে কথা বলতে চাই ... যদি তিনি খুব ব্যস্ত না থাকেন।"

নথনেল কথা শেষ করে অপেক্ষা করল। এক সেকেন্ডের মধ্যেই সে শুনতে পেল একটি গম্ভীর ও সুন্দর কণ্ঠস্বর যা সে কখনও শুনেনি।

"নথনেল, রাজা বলছি। তোমার জন্য আমার সর্বদা সময় আছে। আমি খুব খুশী হয়েছি যে তুমি আমাকে ডেকেছ। তোমার কি প্রয়োজন?"

"হ্যাঁ প্রভু, মহামান্য রাজা। আমার জন্য পাঠানো আপনার তরবারিটি পেয়েছি। এটা একটি সুন্দর তরবারি। এখানে একজন লোক আমাকে বলছে যে তার কাছে এর চেয়েও ভালো তরবারি আছে। সে আমাকে বলছে, আমি যেন এ তরবারি তার সঙ্গে বদল করি। আমি কি করব?"

খুব শান্ত ভাবে রাজা উত্তর দিলেন, "নথনেল, যে তরবারিটি তুমি ধরে আছ এটা তোমাকে বনের ঐ প্রান্তের রাজ্যে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। এটার মধ্যে যে আশ্চর্য শক্তি আছে তা তুমি অন্য কোন তরবারিতে পাবে না। অনেক যোদ্ধা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এ তরবারি তোমার কাছে পৌঁছে দিয়েছে। এটা তোমার মতই মূল্যবান, নথনেল।"

রাজার কথায় নথনেল শক্তি পেল। নথনেল লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, "এ তরবারিটিই হল আমার জন্য সঠিক তরবারি। এক হাজার তরবারি পেলেও আমি এটি হস্তান্তর করব না।"

"তোমার নিজের সিদ্ধান্তেই থাক!" লোকটি রাগের স্বরে উত্তর দিল। "কিন্তু যখন এ তরবারি কোন কাজে লাগবে না, তখন কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে ফিরে আসবে না।"

"চিন্তা কর না" নথনেল উত্তর দিল। তারপর সে তার নিজের পথে হাঁটতে লাগল এবং মনে মনে বলল, "আমি কখনও অকৃতকার্য হব না।"

তরবারি
ক্রয় করুন * লিজ নিন * ব্যবসা করুন

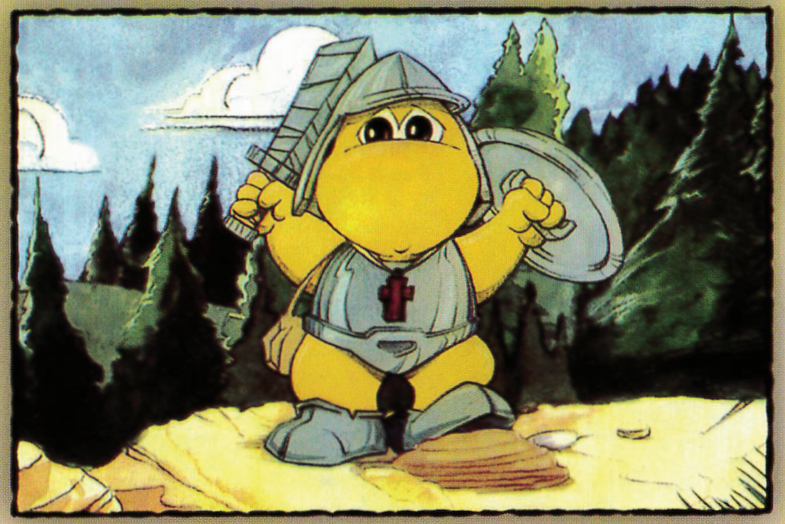

নথনেল বনের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তার রেডিও ও তরবারি ব্যবহার করতে শিখল। তার সঙ্গে রাজার দেয়া জিনিষের মধ্যে শুধু এগুলোই ছিল না। নথনেলের আত্মরক্ষা করার জন্য এবং বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য পোশাকও পেয়েছিল।

যাত্রা শুরুর কয়েক মাস পর একদিন নথনেল দেখল একদল ছোট ছেলেমেয়ে একটি বড় গাছের নীচে মার্বেল খেলছে। নথনেল আগ্রহ করে তাদের জিজ্ঞাসা করল, "তোমারাও কি বনের ঐ প্রান্তের রাজ্যে যাচ্ছ?"

ছেলেমেয়েরা তাদের খেলা থামিয়ে এক দৃষ্টে নথনেলের দিকে তাকিয়ে থাকল। তাদের মধ্য থেকে একটি ছোট মেয়ে বলল, "কোন্ রাজার রাজ্যে?"

নথনেল মেয়েটির কথায় দুঃখ পেল। সে জিজ্ঞাসা করল, "তোমরা কি জাননা যে এ বনের ঐ প্রান্তে একটি রাজ্য আছে?"

ছেলেমেয়েরা সাধারণভাবে মাথা নেড়ে জানাল যে, তারা তা জানে না। তাই নথনেল তাদের কাছে এ গভীর বনের ওপারের রাজা ও তাঁর রাজ্য সম্পর্কে খুলে বলল।

তখন সে তার যাত্রার মধ্যে যা যা ঘটেছে সবই তাদের বলল। ছেলেমেয়েরা খুব মনোযোগ দিয়ে সমস্ত কথা শুনল। তারা তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল।

"কিন্তু আমরা তো এর পূর্বে কিছুই শুনিনি," মেয়েটি বলল। "যদি এগুলো সত্যিই হয়, তবে তুমি কেন এখনও ঐ রাজার রাজ্যে যাওনি?"

"কারণ রাজা আমাকে অন্যান্য লোকদের কাছে তাঁর রাজ্যের বিষয়ে বলতে বলেছেন," নথনেল উত্তর দিল। "কোন একদিন আমি সেখানে যাব। কিন্তু এখন আমার উচিত অন্যদের সাহায্য করা এবং পথ দেখিয়ে দেয়া।"

তখন ছেলেমেয়েরা নথনেলের চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়াল। "তোমার কাছে কি আমাদের জন্য কোন অতিরিক্ত টিকেট আছে? আমরা ঐ রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাই এবং তাঁর রাজ্যে বাস করতে চাই।"

নথনেল মুচকি হেসে বলল, "যারা টিকেট চেয়েছ, সবার জন্য একটি করে দেয়া হবে।"

ছেলেমেয়েরা আগ্রহের সঙ্গে নথনেলের কাছ থেকে টিকেট নিল।

নথনেল আবার তার যাত্রা শুরু করল। সে অনেক লোককে রাজা এবং তাঁর রাজ্যের কথা বলল। অনেক সময় বহু লোক তার কথায় বিশ্বাস করল এবং আগ্রহ সহকারে বনের ঐ পাশের রাজার রাজ্যে যাবার টিকেট নিল। কিন্তু অনেকে কোন কোন সময় তার কথা শুনে শুধু হেসেছিল।

বনের মধ্য দিয়ে যাত্রাপথে নথনেল কথা বলার জন্য লোক খুঁজছিল। এমনি একদিন রাস্তার এক মোড় ঘুরতেই সে চমৎকার এক লোকের দেখা পেল। এমন সুন্দর লোক সে আগে কখনও দেখেনি। লোকটি পা পর্যন্ত লম্বা পোশাক পড়েছিল। তাঁর বুকে সোনালী গোলাকার একটি বস্তু ছিল। তাঁর চোখ দুটি আগুনের মত জ্বলজ্বল করছিল। নথনেল তখনি অন্তরে উপলব্ধি করল যে, ইনিই সে রাজা। রাজা ভালবাসার স্বরে বললেন, "নথনেল, আমি এসেছি তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য।"

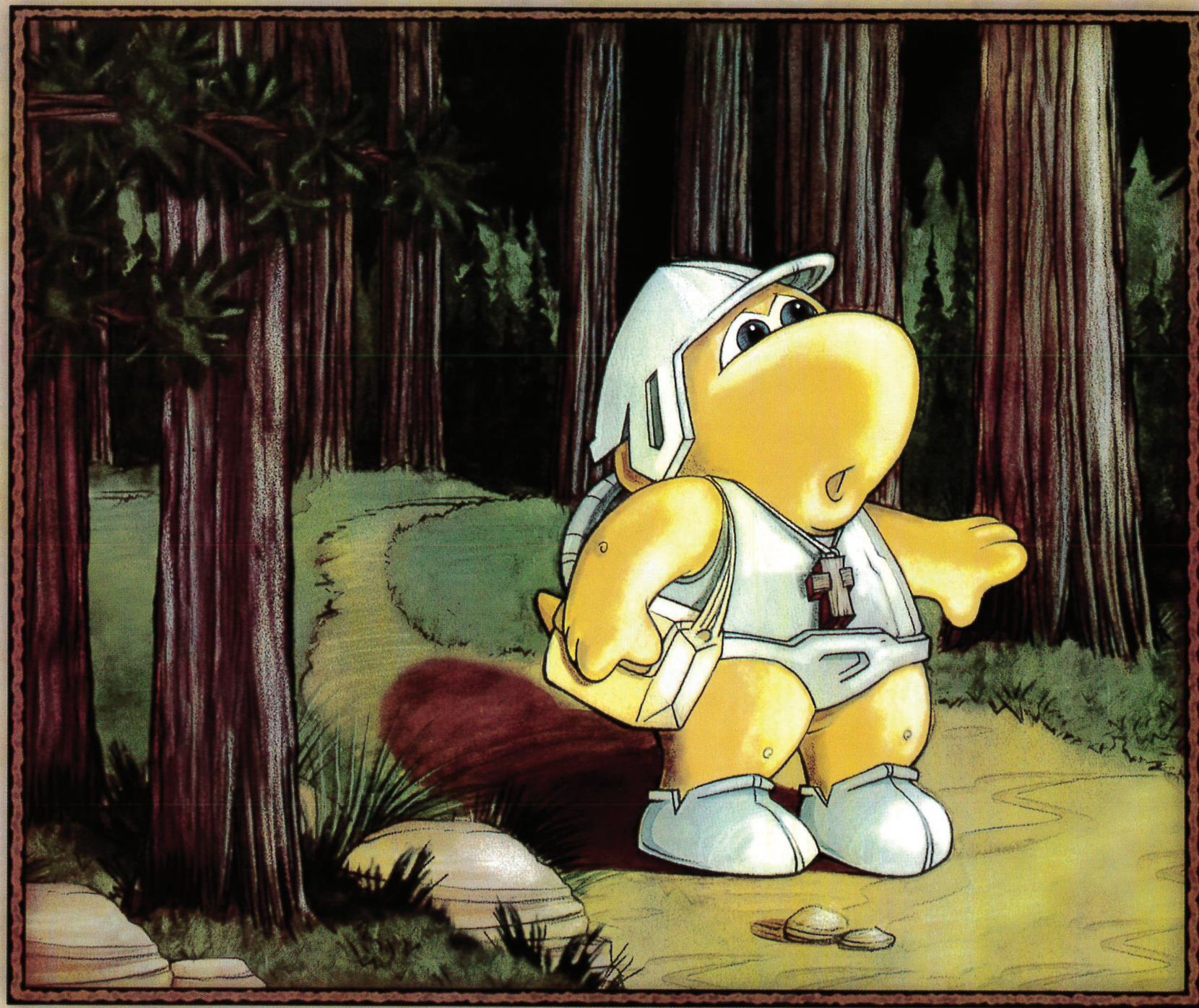

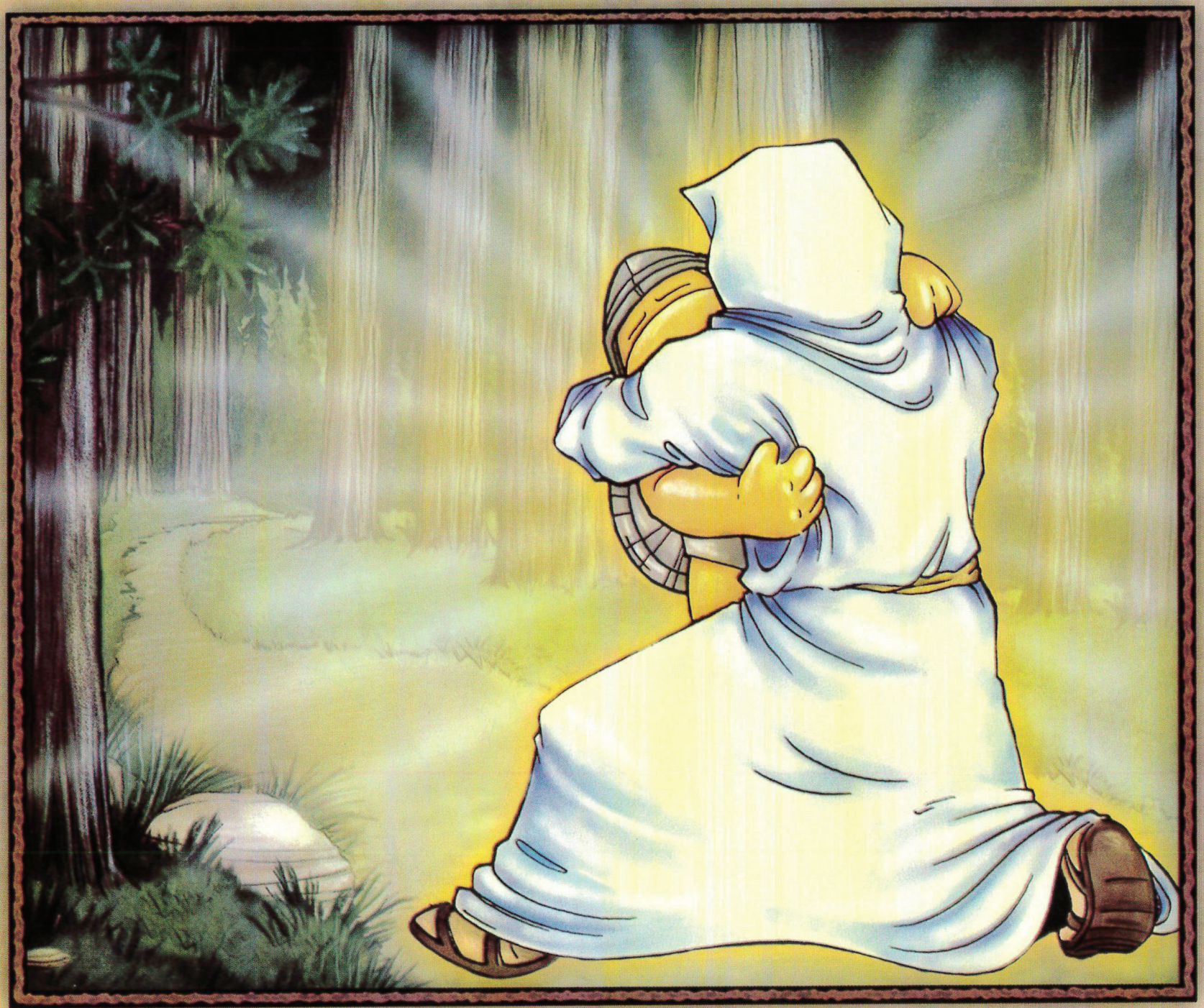

রাজা তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়ে নথনেলকে কাছে টানলেন। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। "তুমি আমার বিশ্বস্ত কর্মী হিসাবে অনেক বছর ধরে কাজ করে আসছ। আমি যা করতে বলেছি তুমি সবই করেছ। বনের মধ্যে তোমার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এখন সময় এসেছে আমার রাজ্যে এসে বাস করার। কিন্তু তোমার নতুন বাসস্থানের সমস্ত কিছু দেখানোর পূর্বে আমি তোমাকে প্রথমে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে চাই।"

রাজা হাসলেন এবং নথনেলকে একটি সুন্দর মঞ্চের উপর নিয়ে গেলেন। যখন তারা মঞ্চের উপর উঠলেন, তখন বিরাট জনতা উচ্চ প্রশংসাধ্বনিতে ফেটে পড়ল। নথনেল এ রকম প্রশংসাধ্বনি আগে কখনও শোনেনি।

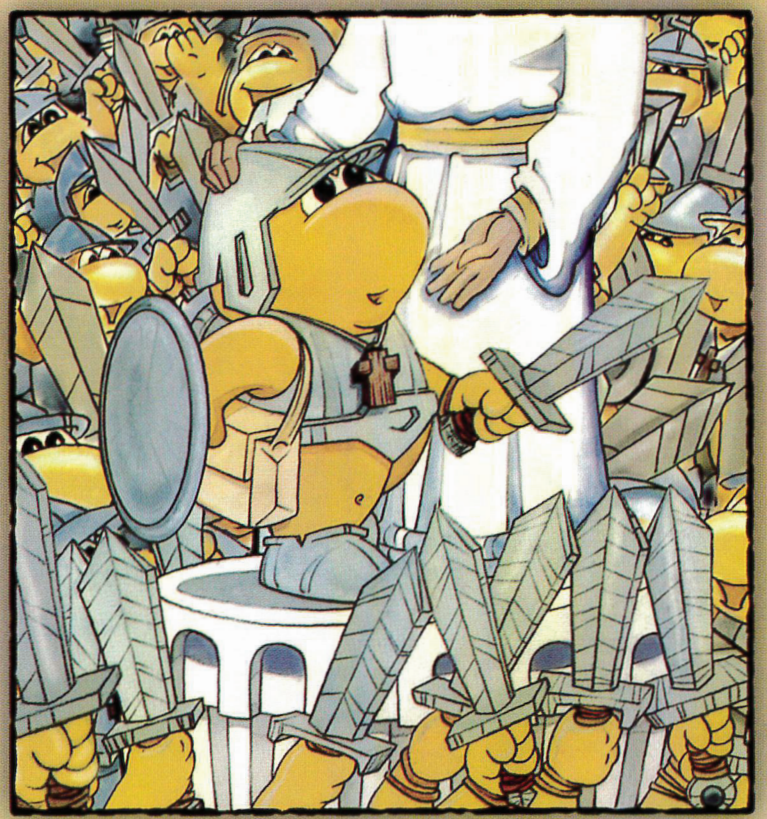

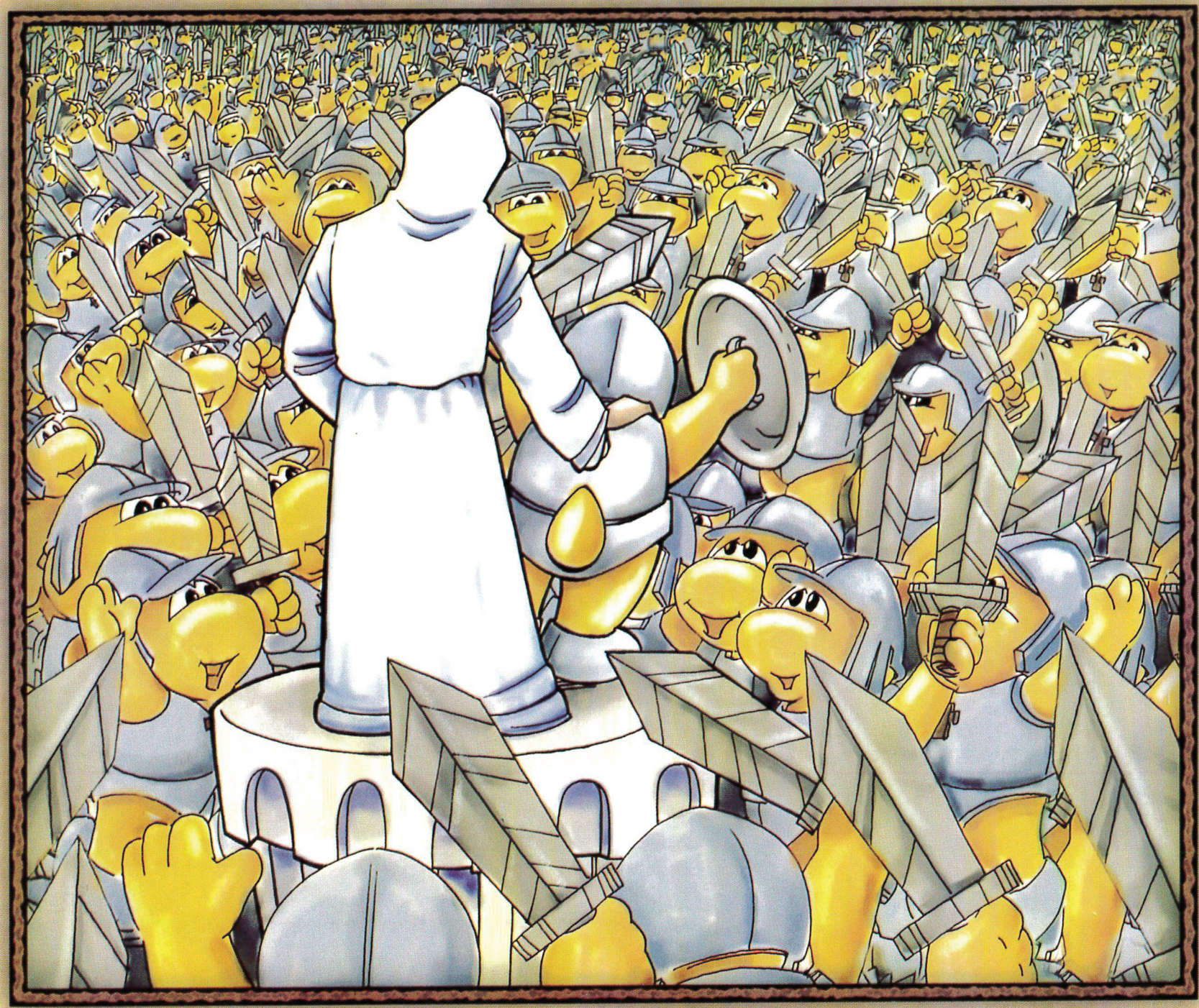

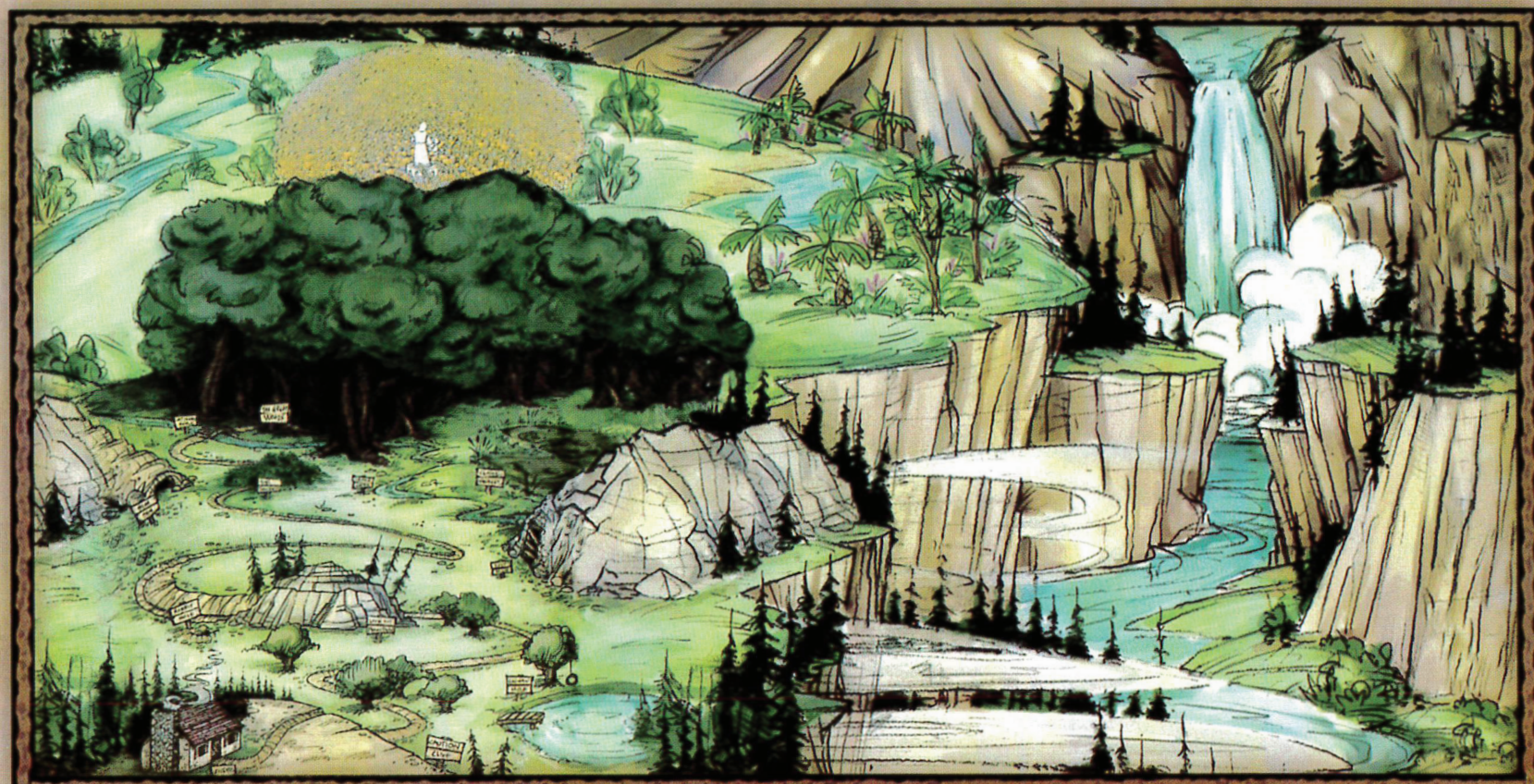

নথনেল উচ্চস্বরে রাজার কানের কাছে বলল, "প্রভু, তারা কি কারণে উচ্চ স্বরে চিৎকার করছে?"

"তারা তোমার উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি করছে, নথনেল"।

"কিন্তু কেন তারা আমার উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি করছে?"

"কারণ আমি তাদেরকে বলেছি তুমি আমার রাজ্যের জন্য কি মহান কাজ করেছ। নতুন ঘরে তোমায় স্বাগতম, নথনেল। তুমি এখানে আসায় আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি।"

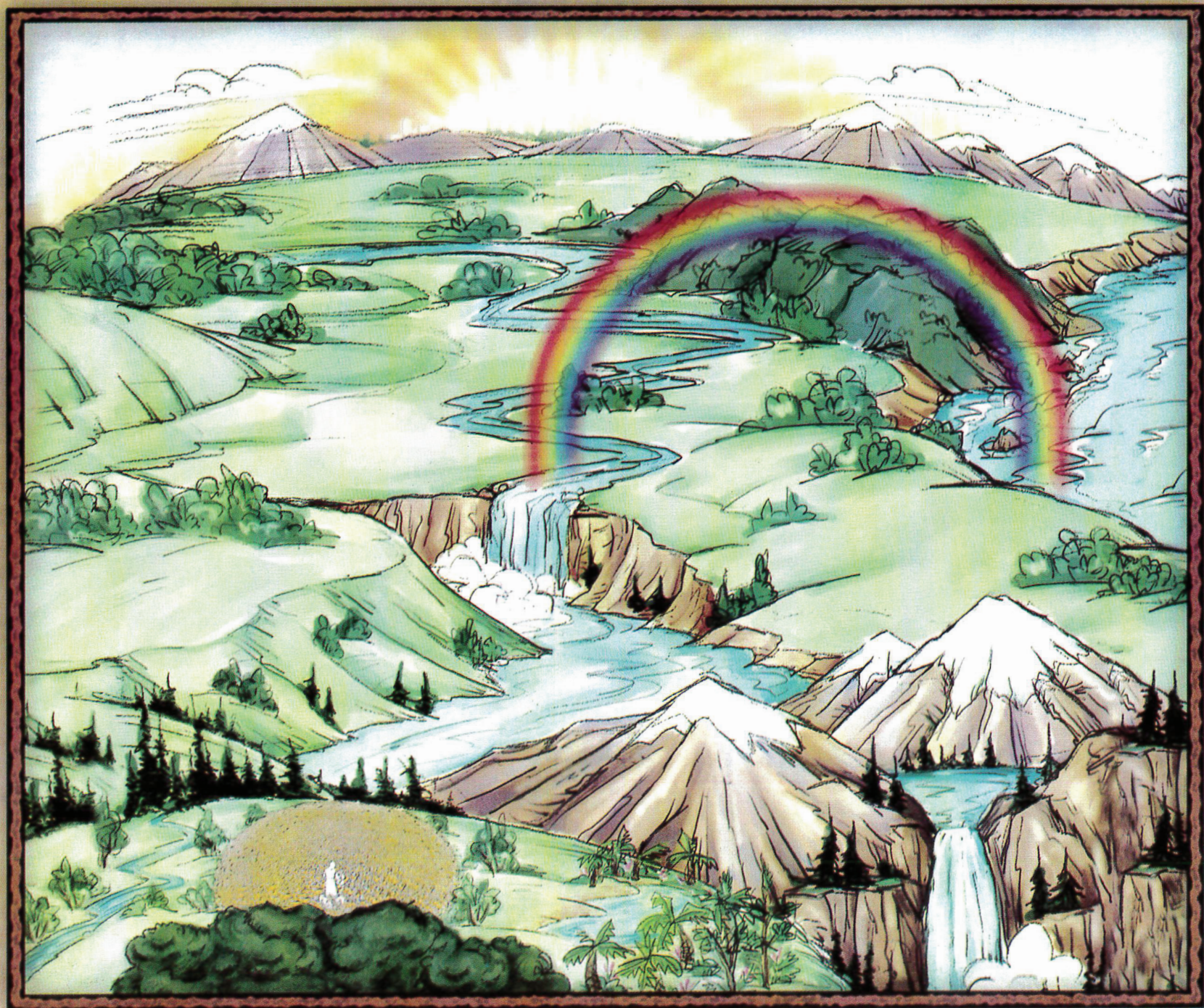

সবেমাত্র

শুরু

বর্ণনা

নথনেলের যাত্রাটি একটি উপমা। উপমা হল উপদেশপূর্ণ ছোট গল্প যা ঈশ্বর সম্পর্কে সত্য কথা বলে। যীশু তার অনুসারীদের সঙ্গে প্রায়ই উপমার মাধ্যমে কথা বলতেন। বাইবেলে বর্ণিত যীশুর দেয়া উপমার মত নথনেলের যাত্রাটিও আমাদের ঈশ্বর সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। নথনেলের যাত্রার অর্থ নিম্নরূপঃ

নথনেল এ পৃথিবীর অন্য সব মানুষের মতই একজন ব্যক্তি। সে তোমার মত। সে আমার মত। নথনেলের একটি গভীর আগ্রহ ছিল বনের ঐ প্রান্তের রাজ্যে যাবার এবং রাজার সঙ্গে দেখা করার। সকলেরই একটি গভীর আগ্রহ আছে ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা করার। কিন্তু নথনেল জানত না কিভাবে সে রাজার সঙ্গে দেখা করবে। একই ভাবে অধিকাংশ লোকই জানেনা কিভাবে এবং কোথায় সে ঈশ্বরকে খুঁজে পাবে।

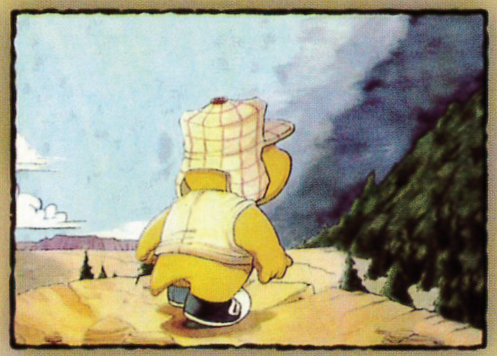

নথনেল যখন গভীর বনের ভিতর দিয়ে যাত্রা শুরু করছিল, তখন সে একজন লোকের দেখা পেয়েছিল যে তাকে বলেছিল রাজা তার সঙ্গে দেখা করবেন না। সে লোকটি আরও বলেছিল রাজা অনেক শক্তিমান যোদ্ধা চান, কিন্তু নথনেলের মত কাউকে চান না। অনেকেই মনে করে তারা ঈশ্বরের কাছে বিশেষ কেউ নন। কিন্তু তারা জানে না যে, ঈশ্বরই তাদের সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর তাদের সৃষ্টি করে কোন ভুল করেননি। আসলে ঈশ্বর যখন তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তখন নিখুঁত ছাঁচ ব্যবহার করেছেন। তিনি তার আপন প্রতিমূর্তিতেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

ঈশ্বর তাঁর মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন। হ্যাঁ, তিনি তাঁর মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করলেন পুরুষ ও স্ত্রীলোক করে। - আদি ১ঃ২৭

নথনেল ঐ প্রকাণ্ড লোকটিকে ত্যাগ করে বনের মধ্য দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছিল। বনের ঐ প্রান্তে যে রাজ্য আছে সে তার পথ খুঁজে পাবার চেষ্টা করছিল। রাস্তাটি ছিল গভীর অন্ধকার। হেঁটে চলা দুরূহ ছিল। যখন সে হাঁটছিল, তখন সে একটি লোকের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিল যে বনের প্রান্তের ঐ রাজ্যে যাবার একটি টিকেট খুঁজছিল। এ বিষয়টি জেনে নথনেল অবাক হয়েছিল। সে জানত না যে ঐ রাজ্যে যাবার জন্য তারও টিকিট প্রয়োজন। কিন্তু এটাই ছিল সে রাজ্যের আইন।

ঈশ্বরেরও একটি আইন আছে। তাঁর আইন এ কথা বলে– যীশুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করে কেউ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। যীশু বলেন,

"আমিই পথ, সত্য ও জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না।" - যোহন ১৪ঃ৬

নথনেলকে যা করতে হয়েছিল তা হল বনের প্রান্তের ঐ রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য একটি টিকেট পাওয়া এবং তা চাওয়া। ঠিক তদ্রূপ, যীশুকে আমাদের হৃদয়ে স্থান করে দেয়ার মধ্য দিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করি।

যদি তুমি যীশুকে প্রভু বলে মুখে স্বীকার কর এবং অন্তরে বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন তবেই তুমি পাপ থেকে উদ্ধার পাবে।
- রোমীয় ১০ঃ৯

যীশুকে যখন আমরা আমাদের হৃদয়ে আহবান জানাই, তখন আমরা আরেকটি বিশেষ দান পাই। সে দান হল পবিত্র আত্মা। পবিত্র আত্মা হল নথনেলের ঐ টর্চলাইটটির মত। টর্চলাইটি পাবার পূর্বে নথনেল প্রায় কিছুই দেখতে পারছিল না। সে তার হাত দিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে সামনের দিকে যাচ্ছিল যেন কোন কিছুর সঙ্গে তার ধাক্কা না লাগে।

কিন্তু যখন নথনেল টর্চলাইটটি পেল, তখন সে জানতে পারল ঠিক কোথায় তাকে যেতে হবে। ঠিক সেভাবে পবিত্র আত্মা আমাদের পথ দেখায় যখন আমরা যীশুকে জানতে পারি।

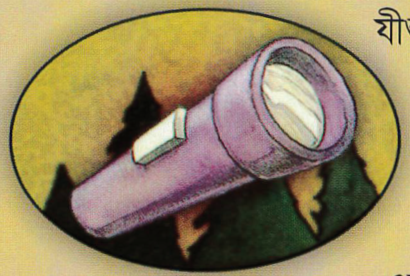

"... সেই সত্যের আত্মা যখন আসবেন তখন তিনি তোমাদের পথ দেখিয়ে পূর্ণ সত্যে নিয়ে যাবেন।" - যোহন ১৬ঃ১৩

একদিন একটা প্রাণী গাছের মধ্যে থেকে নথনেলকে বলেছিল যেন তার টর্চলাইটটি নিভিয়ে ফেলে। কিন্তু নথনেল যখন তার লাইটটি সে প্রাণীর দিকে ধরেছিল তখন ওটা উড়ে পালাল। সে প্রাণীটি আলোকে ভয় পেয়েছিল। শয়তান ঠিক সে প্রাণীটির মতই। সে ঈশ্বরের শত্রু। শয়তান চায় যেন আমরা ঈশ্বরের পথ পরিত্যাগ করি। সে চায় যেন আমরা পবিত্র আত্মার কথা না শুনি। কিন্তু শয়তান আমাদের কিছুই করতে পারবে না যদি আমরা ঈশ্বরের কথা শুনি এবং পবিত্র আত্মার নির্দেশ পালন করি। যদি আমরা যীশুর নামে শয়তানের সামনে দাঁড়াই, তবে সে পালিয়ে যায়।

ঈশ্বরের অধীনে থাক। শয়তানকে রুখে দাঁড়াও তাহলে সে তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে।
- যাকোব ৪ঃ৭

যদিও বনটি অনেক সরু রাস্তা এবং ভীতিকর প্রাণীতে পূর্ণ ছিল, তথাপি নথনেলের ভয়ের কোন কারণ ছিল না। কেননা তার টর্চলাইটটি তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তার একটি তরবারিও ছিল। আমাদেরও একটি তরবারি আছে। এর নাম বাইবেল। বাইবেল ঈশ্বরের নিজের বাক্য দ্বারা পূর্ণ। বাইবেলের প্রতিটি কথাই সত্য।

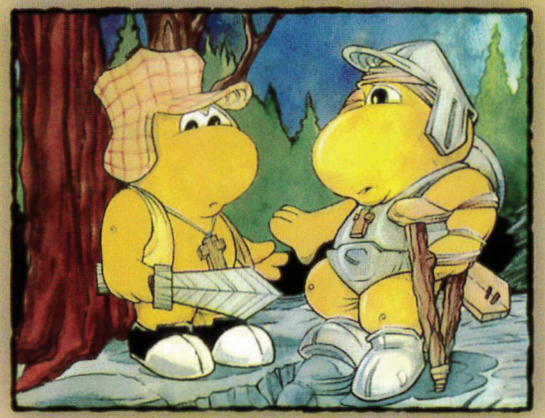

সদাপ্রভুর কথায় খাদ নেই;
তা যেন আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া রূপা,
সাতবার করে শুদ্ধ করা রূপা।

- গীত ১২ঃ৬

যদি তুমি সময় নিয়ে বাইবেল পড় এবং বাইবেলের কথা অনুযায়ী কাজ কর, তবে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা অনুসারে তুমি সব কিছুতেই কৃতকার্য হবে।

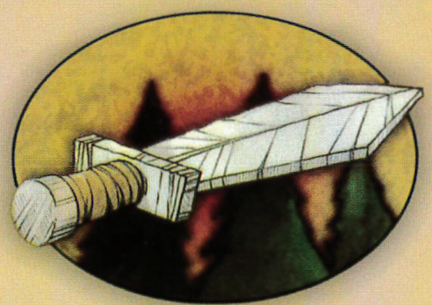

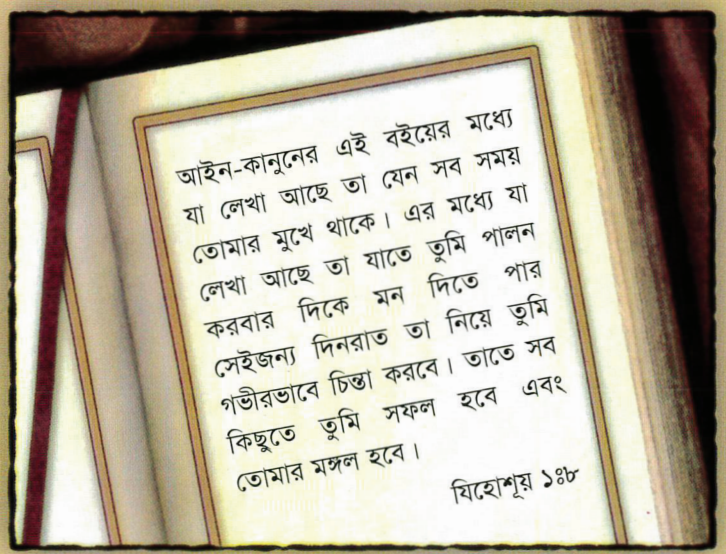

রাজার সঙ্গে কথা বলার জন্য নথনেল একটি রেডিও পেয়েছিল। এ রেডিওটির 'অন' বা 'অফ' করার সুইচের প্রয়োজন ছিলনা। এটা সবসময় অন ছিল। দিনেরাতে যে কোন সময় নথনেল ইচ্ছা করলেই রাজার সঙ্গে কথা বলতে পারত। প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে যে কোন সময় কথা বলতে পারি। যে কেউ ঈশ্বরকে জানে, সে দিনরাত তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে। কারণ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁর কাজ করে থাকেন। প্রার্থনা অত্যন্ত শক্তিশালী। যখন আমরা প্রার্থনা করি, তখন আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিবেন। বাইবেল সে বিশ্বাস সম্পর্কে বলে। যীশু বলেছিলেন যখন আমরা বিশ্বাসপূর্ণভাবে প্রার্থনা করব তখন আমরা যে যা চাব তা-ই পাব।

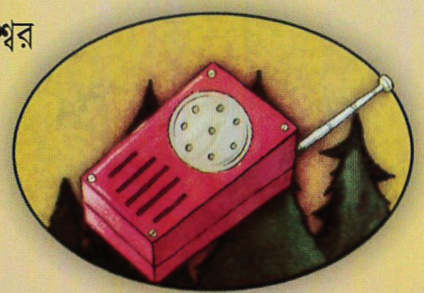

"তোমরা যদি বিশ্বাস করে প্রার্থনা কর তবে তোমরা যা চাইবে তা-ই পাবে।" - মথি ২১ঃ২২

নথনেল যখন বনের প্রান্তের রাজ্যে যাবার টিকেটটি গ্রহণ করেছিল, তখন সাথে সাথেই রাজা তাকে তাঁর রাজ্যে ঢুকতে দেননি। তিনি চেয়েছেন নথনেল যেন অন্যান্য লোকদেরও বনের প্রান্তের রাজ্যের সংবাদ দেয় এবং কিভাবে তারা সেখানে যাবার টিকেট পেতে পারে সে বিষয়েও বলে। ঈশ্বর ঠিক ঐ রাজার মত। তিনি চান যেন আমরা যীশুর বিষয়ে সু-সংবাদ অন্যান্য লোকদের বলি এবং তার ফলে যেন তারা অনন্ত জীবন লাভ করতে পারে। যীশু স্বর্গে যাওয়ার পূর্বে তাঁর শিষ্যদেরকে শেষবারের মত এ কথা বলেছিলেন, তারা যেন প্রতিটি মানুষকে তাঁর বিষয়ে বলে।

"তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোকদের আমার শিষ্য কর। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও। আমি তোমাদের যে সব আদেশ দিয়েছি তা পালন করতে তাদের শিক্ষা দাও। দেখ, যুগের শেষ পর্যন্ত সব সময় আমি তোমদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।" - মথি ২৮ঃ ১৯-২০

ঈশ্বর প্রতিটি মানুষকে ভালবাসেন। মানুষকে ভাল জিনিষ দেবার ঈশ্বর যে পরিকল্পনা করেছেন তা থেকে কেউ বঞ্চিত হোক, তা তিনি চান না। সে কারণেই যীশুর বিষয়ে সু-সংবাদ প্রতিটি মানুষকে জানানো অতীব জরুরী। আমাদের তাদেরকে বলা প্রয়োজন যে, তাদের পাপের মূল্য দিতে যীশু ক্রুশে প্রাণ দিয়েছেন। তিনি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন। তিনি এখন স্বর্গে আছেন। তাদের এও বলা প্রয়োজন যে, ঈশ্বরের উপহারস্বরূপ অনন্ত জীবন পেতে হলে যীশু খ্রীষ্টকে তাদের মুক্তিদাতা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

যদি তুমি যীশুকে প্রভু বলে মুখে স্বীকার কর এবং অন্তরে বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন তবেই তুমি পাপ থেকে উদ্ধার পাবে। - রোমীয় ১০ঃ ৯

অবশেষে একদিন নথনেল রাজার সঙ্গে সামনা সামনি সাক্ষাৎ করতে সক্ষম হয়েছিল। বনের প্রান্তের সে রাজ্যের রাজা তাকে সাদরে গ্রহণও করেছিলেন।

একইভাবে, বাইবেলে বর্ণিত প্রতিশ্রুতি অনুসারে যে কেউ যীশুকে তার মুক্তি দাতা এবং প্রভু হিসেবে জানবে, সে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার পর অনন্তকাল তার সঙ্গে বাস করবে। সর্বান্তকরণে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা কর যেন তোমার পুরস্কার শুধু এ পৃথিবীতে নয় বরং স্বর্গেও লাভ করতে পার।

বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব, কারণ ঈশ্বরের কাছে যে যায়, তাকে বিশ্বাস করতে হবে যে, ঈশ্বর আছেন এবং যারা তাঁর ইচ্ছামত চলে তারা তাঁর হাত থেকে তাদের পাওনা পায়। - ইব্রীয় ১১ঃ৬

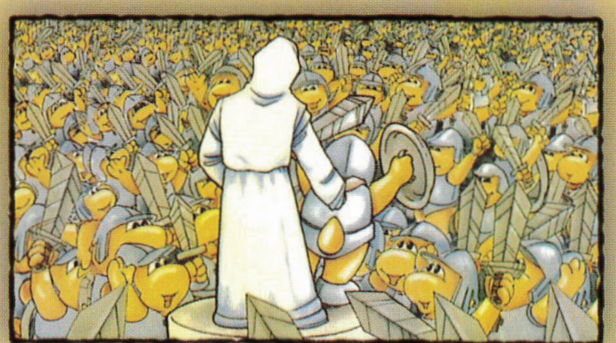

ঈশ্বর তাঁর সন্তানের জন্য অনেক ভাল ভাল পরিকল্পনা করে রেখেছেন। কিন্তু যদি তুমি এখনও যীশু খ্রীষ্টকে তোমার পরিত্রাতা হিসাবে গ্রহণ করে না থাক, তবে তুমি এর কোনটাই পাবে না। ঈশ্বরের সমস্ত আশীর্বাদ তাদের জন্য, যারা যীশুকে ব্যক্তিগতভাবে জানে। তুমি যদি এখনও তাঁর পরিচয় না পেয়ে থাক, তবে এখনই সময় তাঁকে ত্রাণকর্তা ও প্রভু হিসাবে তোমার হৃদয়ে স্থান দেয়ার। যীশুকে জানার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কিছু হতে পারে না। তিনি একমাত্র মাধ্যম যার মধ্য দিয়ে আমরা অনন্ত জীবন লাভ করতে পারি। এখানে একটি প্রার্থনা আছে।

যীশুকে তোমার জীবনের ত্রাণকর্তা ও প্রভু হিসাবে গ্রহণ করার জন্য তুমি এ প্রার্থনাটি করতে পারঃ

হে ঈশ্বর, আমি বিশ্বাস করি আমার জন্য যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশে প্রাণ দিয়েছেন। আমি আরও বিশ্বাস করি যে, তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছেন এবং স্বর্গে তোমার সঙ্গে আছেন। আমি অনন্ত জীবনকে তোমার দান হিসাবে গ্রহণ করি এবং এর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি আমার সমস্ত জীবন তোমাতে সমর্পন করি তোমাকে চিরদিনের জন্য সেবা করার প্রতিজ্ঞা করি। *আমেন।*

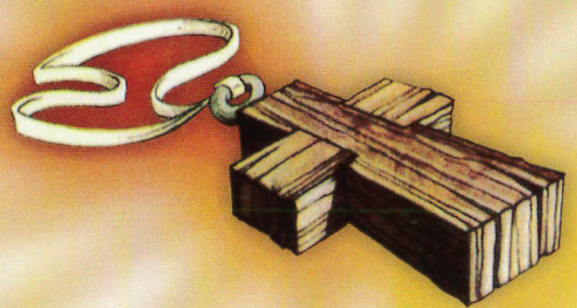

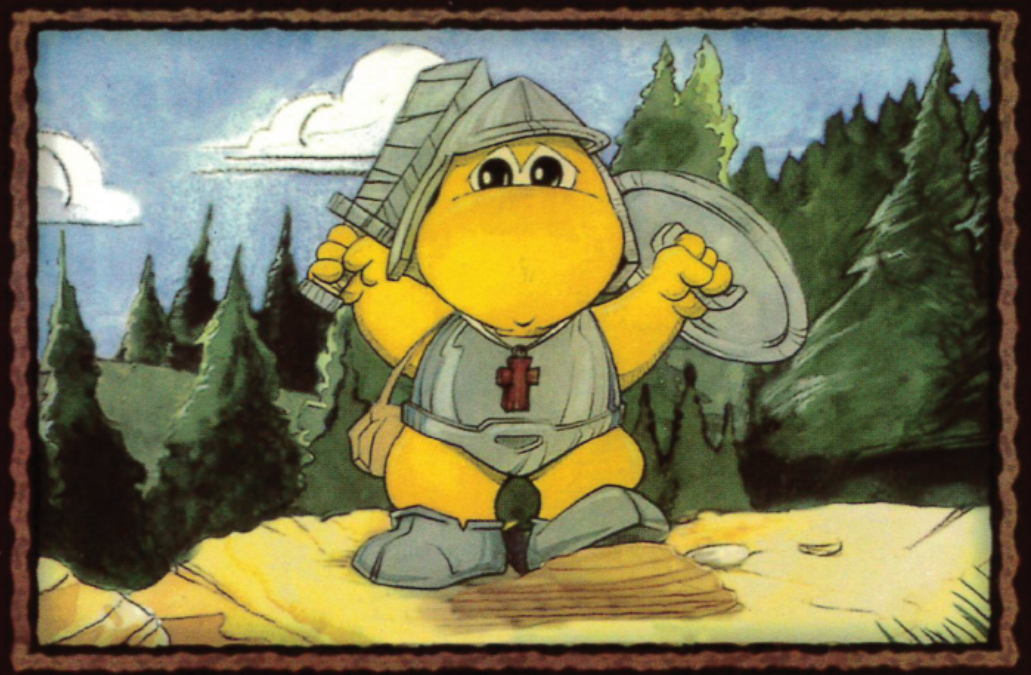

HANDS to the PLOW
MINISTRIES

handstotheplow.org